IPC
لجنة التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE
جمعية النجاة الخيرية

مبرة الآل والأصحاب

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস

অধ্যয়ন পদ্ধতি

«كيف نقرأ تاريخ الآل و الأصحاب»

প্রণয়নে আব্দুল কারীম ইব্‌ন খালিদ আল-হারবী

بقلم عبد الكريم بن خالد الحربي



ভূমিকা

শাইখ ডক্টর আয়েজ আল-ক্বারনী

শাইখ ডক্টর হাতিম শরীফ আল-আওনী

ভাষান্তর: মুহাম্মদ রুহুল আমিন

"প্রথম অগ্রগামীগণ ও মুসলমানদের নিকট তাঁদের মর্যাদা" শীর্ষক সেমিনার প্রকাশনা

১৪৩০ হিজরী/ ২০০৯ ইং



নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস

অধ্যয়ন পদ্ধতি

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

'মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব' এর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন না করার শর্তে এই গ্রন্থ প্রকাশ ও অনুবাদের অধিকার নবী পরিবার ও সাহাবী প্রেমিকদের জন্য উন্মুক্ত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪৩০ হি/২০০৯ খৃঃ

কুয়েত জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্তি
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব
কাইফা নাকরায়ু তারিখুল আল ওয়াল আসহাব
প্রণয়নেঃ আব্দুল কারীম ইব্ন খালিদ আল-হারবী
১ম প্রকাশ - মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব - ২০০৬ ইং
পৃষ্ঠা-৯৬; (তৃতীয় সিরিজঃ ইসলামী শিক্ষাদান বিষয়ক ৩)
ISBN: 99906-635-8-0
নিবন্ধন সংখ্যাঃ ৫৬৮/২০০৬

ফোনঃ ২২৫৫২৩৪০-২২৫৬০২০৩, ফ্যাক্সঃ ২২৫৬০৩৪৬
e-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net



নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস অধ্যয়ন পদ্ধতি

প্রণয়নেঃ
আব্দুল কারীম ইব্ন খালিদ হারবী

ভূমিকাঃ
শাইখ ড. আয়েজ আল-ক্বারনী
শাইখ ড. হাতিম শরীফ আল-আওনী

অনুবাদঃ
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

সূচীপত্র

শাইখ ড. আয়েজ আল-ক্বারনীর ভূমিকা ৭
শাইখ ড. হাতিম শরীফ আল-আওনীর ভূমিকা ৯
গ্রন্থকারের ভূমিকা ১১
অনুবাদকের কথা ১৩

প্রথম অধ্যায়: ইতিহাস অধ্যয়নে ভগ্নদশার কারণ

প্রথম কারণ: অনেক মুসলিম সন্তান প্রাচ্যবিদ বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত বা ঐসব ভাড়াটিয়া লেখকদের বলির পশুতে পরিণত হয়ছে..... ১৭

দ্বিতীয় কারণ: ইসলামী জ্ঞানের অভাব, ধর্মীয় চেতনা ও শিক্ষার স্বল্পতা, ইতিহাস প্রণয়নকারীদের পদ্ধতি ও তাদের ২০

তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক প্রণয়নে ইমাম তাবারীর পদ্ধতি..... ২১

তৃতীয় কারণ: কেউ কেউ এ আওয়াজ তোলেন যে, ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশুদ্ধতা বিষয়ে শিথিলতার সুযোগ রয়েছে ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: আহলে বাইতের ইতিহাস সংক্রান্ত সংশয় নিরসন পদ্ধতি

আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয় ও অভিযোগ পাঁচ ভাগে বিভক্ত..... ৩১

তৃতীয় অধ্যায়: আহলে বাইত সংক্রান্ত সংশয় নিরসন পদ্ধতি

প্রথম বিষয়: মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ইসলামের শত্রুরা আহলে বাইতের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাকে পরিকল্পিতভাবে হালকা করেছে ৪৭

দ্বিতীয় বিষয়: আহলে বাইতের মর্যাদা সংক্রান্ত জাল হাদীস প্রকৃতপক্ষে যা সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তারই অনুরুপ..... ৪৮

তৃতীয় বিষয়: আহলে বাইতের ব্যাপারে সাব্যস্ত সম্মান-মর্যাদার অর্থ এই নয় যে উক্ত সম্মান মর্যাদা এককভাবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত ৪৯

চতুর্থ বিষয়: শুধুমাত্র বংশের কারণে সম্মান করা যথেষ্ট নয় ৫১
পঞ্চম বিষয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলকে আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুম ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর নয়টি সন্তানের মধ্যে সীমিত করা কোন ক্রমেই বৈধ নয় ৫২
ষষ্ঠ বিষয়: সন্দেহপূর্ণ ইতিহাসের এমন অনেক বিক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে যা থেকে এ ধারণা করা হয় যে ৫৭
চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী
* ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন ও রচনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কতিপয় ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র ৬৭
* এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা ইতিহাস গ্রন্থ নয়। কিন্তু তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা, ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক তথ্যাবলী, বিশেষত প্রথম যুগের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যেমন হাদীসের গ্রন্থাবলী মুসনাদ, মাআজিম ৭১
* একইভাবে সাহাবীগণের, যাদের মধ্যে আহলে বাইতও অর্ন্তভুক্ত জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ৭১
* আধুনিক গ্রন্থাবলী ৭২
* এছাড়াও এ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে ৭২
পঞ্চম অধ্যায়: যেসব গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে
*** কতিপয় তথ্যসূত্র ও গ্রন্থ যা পড়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী** ৭৭
উপসংহার ৯০

শাইখ ডক্টর আয়েজ আল-ক্বারনীর

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার, সাথীগণ ও যারা তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁদের উপর ।

অন্যতম দাঈ ইলাল্লাহ শেখ আব্দুল কারীম হারবী রচিত "নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস অধ্যয়ন পদ্ধতি" শীর্ষক গ্রন্থটি আদ্যপন্ত পাঠ করেছি। লেখক আলোচ্য বিষয়ের প্রাণবন্ততা, উত্তম প্রমাণ উপস্থাপন, শক্তিশালী দলিল পেশ, সুন্দর প্রকাশভঙ্গি ও চমৎকার বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে গ্রন্থটিকে অনন্য করেছেন। সত্যিকার অর্থে এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পদ্ধতি অনুযায়ী নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ব্যাপারে সহীহ আকীদার ধারণা দেয়। গ্রন্থটি লেখকের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখার প্রমাণ বহন করে। এই রচনা ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন এবং নবী পরিবার ও সাহাবীগণের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে মহান আল্লাহ তাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তার এ প্রচেষ্টা কবুল করুন ও তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করুন।

তারিখ: ১৬/০১/১৪২৭ হিজরী ।

শাইখ ডক্টর হাতেম শরীফ আল-আওনীর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহা মহিয়ান। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গের উপর।

সম্মানিত ভাই আব্দুল কারীম ইব্ন খালিদ হারবী রচিত "নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস অধ্যয়ন পদ্ধতি" শিরণামের গ্রন্থটি পাঠ করেছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, লেখক এতে ইতিহাসের গ্রন্থাবলী বিশেষত যেসব গ্রন্থ খুলাফায়ে রাশিদুন, সাহাবীগণের জীবন ও জীবনচরিত এবং নবী পরিবারের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব গ্রন্থ থেকে নিরাপদে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এ গবেষণা কর্মটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমসাময়িক গবেষণার সারসংক্ষেপ ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ হওয়ায় আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। সাথে সাথে লেখক এক্ষেত্রে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা কোন গবেষক অথবা যিনি ইতিহাসের গুরুতর বিভিন্ন বর্ণনা যাচাই-বাছাই ও যথাযথ মূল্যায়ন করতে চান তিনি অবহেলা করতে পারেন না।

আমি এই গ্রন্থটি ইতিহাস গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের বিভিন্ন দিক ও এর পদ্ধতি, ত্রুটিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী সম্পর্কিত সতর্কতা এবং সুক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ আকৃতিতে ইতিহাস সমালোচনার নির্দেশনা সম্বলিত তার প্রকল্পের পূর্ণতার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করি।

এসব বিষয় যদি গ্রন্থটিতে বিধৃত না হত, তবে এ গ্রন্থটিও ঐ পর্যায়ের হত যেসব গ্রন্থের লেখকরা ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের কোন প্রকার যাচাই-বাছাই বা সমালোচনা না করেই তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে। অথচ কোন কোন সময় ঐসব আলোচনা সম্পূর্ণভাবে মনগড়া ও ইতিহাস বিকৃতির জন্য স্বরচিত হয়ে

থাকে। এ কারণে গ্রন্থটি এ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

মহান আল্লাহর দরবারে গ্রন্থকার গবেষক ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার প্রকল্প পূর্ণ করার তাওফীক দান করেন, এই মূল্যবান গ্রন্থকে উপকারী বানান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে তা কবুল করেন।

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, দরুদ ও সালাম তার উপর যার পরে আর কোন নবী আসবে না এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ও তাঁর সীমানাকে ভয় করবে সকলের উপর।

তারিখ: ৩০/১০/১৪২৭ হিজরী।

ড. শরীফ হাতিম ইব্ন আরিফ আল-আওনী
সদস্য, মজলিসে শুরা
সহযোগী অধ্যাপক, কুরআন ও সুন্নাহ বিভাগ
উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের ইতিহাসকে স্বচ্ছ, নির্মল ও প্রদীপ্ত করেছেন। দরুদ ও সালাম আল্লাহ যাঁকে হিদায়ত প্রদর্শনকারী নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর, তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ, যারা তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং মুত্তাকী ছিলেন সকলের উপর।

আমাদের মর্যাদাপূর্ণ ইসলামের ইতিহাস রক্ষা, একে তামাশাকারীদের হাত, পরাশ্রিকাতরদের মিথ্যা ও অজ্ঞদের অজ্ঞতা থেকে বাঁচানো জ্ঞানবানদের আবশ্যকীয় কার্যাবলীর একটি। অতএব তারা এ ইতিহাসকে ঐসব প্রাচ্যবিদদের হাতে তুলে দিতে পারে না, যারা নিজেদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে যত্রতত্র ব্যবহার করবে। অথবা ঐসব দুর্বল চিত্তের মানুষদের হাতেও তুলে দেওয়া ঠিক নয় যারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এর সম্মান ও মর্যাদা বিকৃত করবে, তাদের চিত্তের খোরাকের জন্য এক অংশ গ্রহণ করবে ও অন্য অংশ পরিত্যাগ করবে। তারা যা গোপন করছে আল্লাহ তা একদিন প্রকাশ করবেনই।

আমরা বর্তমান সময়ে এমন অনেক জাতি ও গোষ্ঠী দেখতে পাই যারা নিজেদের স্বতন্ত্র ইতিহাস তৈরির মনসে কাগজ ও পাথর জমা করে, মাটি খনন করে, বিভিন্ন ঘরবাড়ী ধ্বংস করে, মসজিদ ভাঙ্গে .... এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সেখানে তাদের ঐতিহাসিক কোন নিদর্শন বা প্রাচীন কোন ঐতিহ্য রয়েছে।

এই কল্পিত ইতিহাসের খোঁজেই তারা খনন, অনুসন্ধান, গবেষণা, ভাংচুর ইত্যাদি করে থাকে। এ অবস্থা দু একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বর্তমান সময়ের অধিকাংশ জাতি গোষ্ঠীর একই অবস্থা। শুধু এ যুগে নয় বরং প্রত্যেক যুগেই এটি চলমান ছিল।

এর বিপরীতে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমাদের এ জাতির এই উজ্জ্বল ইতিহাস পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ আকারে আমাদের মাঝে বিদ্যমান অথচ তার যথার্থ

গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর আবশ্যক হল, যাচাই-বাছাই, বিশ্লেষণ ও সমালোচনার দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যায়ন করা, আপত্তিকর বিষয়গুলো কঠোরভাবে পর্যালোচনা করা, প্রকৃত ইতিহাসের সাথে বিকৃতির যে মিশ্রণ হয়েছে তা শোধন করা যাতে ইতিহাসের নির্মল, স্বচ্ছ ও খাটি বিষয়গুলো বের হয়ে আসে যা থেকে মানবতা কল্যাণ পায় এবং আমাদের প্রভু যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটি হয়:

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ ١٧

"অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।" (সূরা আর-রাদ: ১৭)

এ কারণেই এ গবেষণা কর্মটি প্রণিত হয়েছে। আমরা আশা করি, যিনি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে সঠিক তথ্যসূত্র ও বিশুদ্ধ উৎস থেকে অধ্যয়ন করে মনের প্রশান্তি অর্জন ও দুবোর্ধ্য বিষয়গুলো সম্পর্কিত জটিলতা দূর করতে চান তার জন্য এটি প্রদীপ ও সুগম পদ্ধতি হবে।

এ গবেষণাটি পাঁচটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করা হয়েছে:
প্রথম অধ্যায়: ইতিহাস অধ্যয়নে ভগ্নদশার কারণ।
দ্বিতীয় অধ্যায়: নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস সংক্রান্ত সংশয় নিরসন পদ্ধতি।
তৃতীয় অধ্যায়: নবী পরিবার সংক্রান্ত সংশয় নিরসন পদ্ধতি।
চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী।
পঞ্চম অধ্যায়: যেসব গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে।
উপসংহার: গবেষণার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহই তাওফীক প্রদানের মালিক।

-- আব্দুল কারীম ইব্ন খালিদ আল-হারবী

অনুবাদকের কথা

'ইতিহাস বিকৃতি' বর্তমান সময়ের অতি পরিচিত একটি পরিভাষা। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন কারণ এমনকি ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও ইতিহাসের বিকৃতি সাধিত হয়। ইসলামের গৌরবোজ্জল ইতিহাসও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মুসলমানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ইসলাম বিরোধীদের দোসররা, বিশেষত: প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ইতিহাস চর্চার নামে ইচ্ছামত এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করেছে। ইসলামের ইতিহাস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে যাত্রা শুরু করে। আরবের ভাষা আরবী হওয়ায় অনারবরা অজ্ঞাতবশতঃ ইসলামের ইতিহাসের অনেক কিছুই পরিবর্তন করে ফেলে। একইভাবে এ ইতিহাস ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় ইসলামী শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞতাও এর বিকৃতির পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করে। সবচেয়ে দুঃখজনক হল, এই বিকৃত ইতিহাস মূল্যায়ন ও সমালোচনার কোন নীতিমালাও অবলম্বন করা হয়নি কখনও। ফলে ইসলাম বিদ্বেষীরা ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে কাল্পনিক শত্রুতা ও বিরোধ প্রমাণ করার জন্য ইতিহাস বিকৃতি করে সে বিকৃত উদাহরণ পেশ করে মুসলমানদেরকে শিয়া ও সুন্নী নামে দুটি দলে বিভক্ত করে রেখেছে। অথচ ইসলামের বিশুদ্ধ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের মধ্যে মধুর, প্রীতিময়, স্বশ্রদ্ধেয় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, বিরোধ, ঘৃণা থাকাতো দূরের কথা এর কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলায়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন।

গ্রন্থটি এ উদ্দেশ্যে প্রণীত যে, তাঁদের সম্পর্কে যেসব সংশয় ও সন্দেহজনক বর্ণনা বা তাঁদের সম্মান-মর্যাদার সাথে বেমানান এমন আলোচনা রয়েছে তা শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নীতিমালা বর্ণনা করা। আশাকরি, নবী পরিবার ও সাহাবীগণ সম্পর্কিত কোন আলোচনায় সন্দেহের উদ্রেক হলে পাঠক এই গ্রন্থের আলোকে বিচার করে প্রকৃত ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে ব্রত হবেন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস অধ্যয়নে ভগ্নদশার কারণ

আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা ও অধ্যয়নে ভগ্নদশার পিছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে:[১]

প্রথম কারণ

অনেক মুসলিম সন্তান প্রাচ্যবিদ বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত বা ঐসব ভাড়াটিয়া লেখকদের বলির পশুতে পরিণত হয়ছে যারা আমাদের ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে পবিত্র নবী পরিবার ও সম্মানিত সাহাবীগণের ইতিহাস বিকৃত করে ইচ্ছামত বানোয়াট কল্পকাহিনী রচনা করেছে।

পরবর্তীতে তারা যখন এ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছে তখন তাদের ঐ কল্পকাহিনীই সে গ্রন্থের মূলভিত্তি হিসেবে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যেন ওগুলো তথ্যসূত্র হিসেবে প্রমাণিত, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ। যাতে তারা সহজ-সরল পাঠকদের মধ্যে তাদের ঐ মিথ্যা বর্ণনার প্রচলন করাতে পারে। তাছাড়া ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকায় অনেক পাঠক এই হিসেবে তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছে যে, গ্রন্থের পাতায় যেহেতু এর অস্তিত্ব বিদ্যমান সেহেতু ঘটনা সত্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। এভাবেই তাদের মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনীগুলো তারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ থেকে পাঠকরা সবসময় গাফেল থেকেছে যার ব্যাপারে তারা দিন-রাত গুনগুন আওয়াজ তোলে।

[১]. এ কারণগুলো ড. আব্দুল আযীয দুখান তাঁর "আহদাসু আহাদিসে ফিতনাতুল হারজ" গ্রন্থের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমরা এ পরিসরে উক্ত কারণগুলো আলোচনায় কলেবর বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করে তা শক্তিশালী করার প্রয়াস নিয়েছি।

তাদের অধিকাংশই যে বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছে তার বর্ণনাসূত্র হয়তো দুর্বল অথবা তা মিথ্যা বানোয়াট অথবা তার কোন ভিত্তি নেই।[১]

তাদের অধিকাংশই এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত কিন্তু তারা এব্যাপারে অমনোযোগী থাকে শুধুমাত্র আমাদের মহান ইতিহাসে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির জন্য। তারা তাদের লিখনীতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শুধুমাত্র তাদের কুইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য যাতে মুসলিম উম্মাহর স্থায়িত্বের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ ও সন্দেহ সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা তৈরি করতে পারে। অতএব একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে যে, ঐসব ব্যক্তি বা তাদের লিখনীকে তার সভ্যতা, দ্বীন ও ইতিহাসের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে?

এর অর্থ এই নয় যে, সব প্রাচ্যবিদই সমান; বরং তাদের মধ্যে কয়েক শ্রেণী রয়েছে:

* তাদের কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত হিংসামূলক ও শত্রুতা বশত: ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি, নিন্দা আরোপ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। মূলত: প্রাচ্যবিদদের অভিযান

[১]. এই তিন ধরনের বর্ণনার দ্বারা কোন প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না এবং তা সত্য হিসেবে গণ্য হয় না। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর **"ঐসব বর্ণনা যার কোন ভিত্তি নেই"** অর্থাৎ এর কোন বর্ণনাসূত্র নেই। সাধারণত: কেউ কেউ বলেন বা অমুকে বলেন এ জাতীয় কথা উল্লেখ করা হয়। এরপর যেটি ভয়ংকর তা হল **"বানোয়াট বর্ণনা"** এসব বর্ণনার বর্ণনাকারীদের কোন একজন মিথ্যাবাদী যার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এই হিসেবে যে, সে হাদীস, বিভিন্ন উক্তি ও কাহিনী তৈরী করে বিভিন্ন কারণে। অথবা এই বর্ণনার বর্ণনাসূত্রে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে যে পরিত্যাজ্য এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। তৃতীয় প্রকার বর্ণনা তথা **"দুর্বল বর্ণনা"** বলা হয় ঐ বর্ণনাকে যার বর্ণনা পরম্পরার কোন স্তরে এমন বর্ণনাকারী থাকে যে, জারহ্ ওয়া তা'দিল' বিশেষজ্ঞদের নিকট পরিচিত কোন কারণে দুর্বল হিসেবে গণ্য হয় এবং তার বর্ণনার সত্যতা প্রদানে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়।

শত্রুতামূলক, বিভিন্ন রাষ্ট্র ধ্বংস, আল্লাহর বান্দাদের হত্যা ও ইসলামী সভ্যতার জাগরণ স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।[১]

* তাদের কেউ কেউ (অবশ্য এদের সংখ্যা অনেক কম) আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছে এবং একে তাদের একাডেমিক পেশা হিসেবে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে তাদের যথার্থ অনুভূতির অভাব এবং এই সভ্যতার মূলভিত্তি যে ভাষায় সে ভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সালাহউদ্দীন সাফদীর, আল অফী বিল ওয়াফিয়্যাত' ও 'মু'জামুল মুফারবাসলি আলফাজুল হাদীস আন্নবুবী শরীফ' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন।[২]

* * * *

[১]. আল্লামা বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ তার প্রণীত "রিকাবাহ আলাত্ তুরাছিদ দাওয়াহ ইলা হিমায়াতিহি মিনাল জিনায়াতে আলাইহি" গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতা নিয়ে খেলা করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কাফির বেঈমানদের অনুচর প্রাচ্যবিদরা যাদু, গণনা, জ্যোতিষী, মিথ্যা কাহিনী, যৌন উদ্দীপক সাহিত্য, বিদআত ও পথভ্রষ্টদের বিভিন্ন বইপত্র, মানবতার জন্য ক্ষতিকর, সভ্যতা ধ্বংসের জন্য উপযোগী ও সৃষ্টিকর্তার অসন্তোষ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করে। আর এসব কিছুই পথভ্রষ্টতার প্রতি দাওয়াত স্বরূপ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে কাউকে আহবান করবে তার জন্য ঐ পরিমাণ পূণ্য যে পরিমাণ পূণ্য তা অনুসরণকারীর। তবে এক্ষেত্রে তাদের কারও পূণ্যের কমতি করা হবে না। একইভাবে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে তার জন্য ঐ পরিমাণ পাপ যে পরিমাণ পাপ তার অনুসারীর। তবে তাদের কারও পাপের কমতি করা হবে না।" (আহমদ, মুসলিম, সুনানে আরবাআ) পৃষ্ঠা-১৬–১৭, দারু আসেমা।

[২]. তারা মু'জাম থেকে জিহাদের ফারজিয়্যাত সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীস বিলুপ্ত করেছে।

দ্বিতীয় কারণ

ইসলামী শরীআতের জ্ঞানের অভাব, ধর্মীয় চেতনা ও শিক্ষার স্বল্পতা, ইতিহাস প্রণয়নকারীদের পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রন্থনা ও যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

কতিপয় আলিম যেমন- ইমাম তাবারী ও ইমাম ইব্ন কাসির তাঁদের গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা, ঘটনা, কাহিনী ও অবস্থা সম্পর্কিত দুর্বল বর্ণনা থেকে সহীহ বর্ণনা পৃথক করার কোন শর্তারোপ করেননি। তবে তাঁরা এক্ষেত্রে বিশেষ এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং নীতিমালার অনুসরণ করেছেন যা তাদের গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যাতে পাঠকবর্গের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাবিদ, লেখক, সভ্যতার ভাষ্যকর এ পদ্ধতি থেকে দূরে অবস্থান নিয়েছেন। তারা কোন নীতিমালা অবলম্বনও করেননি বা ভূমিকায় এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশনাও দেননি। এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে তাদের গবেষণা বা লিখনী বিশ্বাসযোগ্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে।

এ কারণে এখন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা কোন একটি গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করব যাতে আমাদের কাছে লেখকের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়।

প্রিয় পাঠক। উপরে আমরা যে, আলোচনার আশ্রয় নিয়েছি তার বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য এবং ঐতিহাসিকদের অনুসৃত নীতিমালা ও পদ্ধতির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা উপস্থাপন করব।

তারিখুল উমাম ওয়াল মূলুক প্রণয়নে ইমাম তাবারীর পদ্ধতি

এইতো ইমাম তাবারী[১] যিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি বর্ণনা করছেন, আমার এই গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের থেকে এমন কয়েকজনের বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছি, যাদেরকে পাঠক অপছন্দ করতে পারেন, শ্রোতা নিন্দা করতে পারেন। এই কারণে যে, ঐসব বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এর কোন অর্থ হয় না। কারণ তার জানা উচিত এ বর্ণনা আমার নয় বরং আমার পূর্বেকার কতিপয় বর্ণনাকারীর। আমার কাছে তা যেভাবে পৌঁছেছে আমি ঠিক সেভাবেই তা পৌঁছে দিয়েছি।[২]

অর্থাৎ ইমাম তাবারী পাঠককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তার এই গ্রন্থে যেসব বর্ণনার আশ্রয় তিনি নিয়েছেন তার সব বর্ণনাই সহীহ হবে এমন কোন শর্ত নেই। বর্ণনার শুদ্ধতার দায়-দায়িত্ব তাদের উপর যাদের থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে তাদের থেকে বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন মাত্র। তিনি এর বিশ্লেষক নন। ইমাম তাবারী যাদের থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের কয়েকজন অধিক বর্ণনা ও মিথ্যায় অভিযুক্ত। যেমন-

(১) মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ রাযী, যিনি ইমাম তাবারীর শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি তাঁর ইতিহাস ও তাফসীরে সর্বাধিক তার বর্ণনারই আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও এই ব্যক্তি মিথ্যা ও জাল বর্ণনা তৈরির দায়ে অভিযুক্ত। হাদীস শাস্ত্রের 'জারহ ওয়াত

[১]. তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মদ ইব্ন জাবীর ইব্ন ইয়াযিদ, আবু জাফর তাবারী। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ফকীহ, উসূলবিদ, ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি তিবরিস্তানে ২২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১০ হিজরী ইন্তিকাল করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: তারিখুল উমাম ওয়াল মূলুক, জামিউল বায়ান ফী তাবিলিল কুরআন।

[২]. তারিখুল উমাম ওয়াল মূলক, ১/৫২।

তা'দিল' বিশেষজ্ঞ আলিমদের অধিকাংশের মত অনুযায়ী তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও তার হাদীস বর্জিত।[১]

(২) লুত ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু মেখনাফ, ইমাম তাবারীর ইতিহাসে তার অনেক বর্ণনা রয়েছে যার সংখ্যা ৫৮৫টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল থেকে শুরু করে উমাইয়া রাষ্ট্রের পতন পর্যন্ত সময়ের ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের আলিমগণের দৃষ্টিতে এই লুত একজন নিন্দিত ব্যক্তি। তার সম্পর্কে-

- ইব্ন মাঈন বলেন, সে বর্ণনাকারী হিসেবে কিছুই নয়।

- ইব্ন হেব্বান বলেন, সে জাল বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছে।

- যাহাবী বলেন, বানানো বর্ণনা বর্ণনাকারী।[২]

এ উদাহরণ দ্বারা ইতিহাস রচনা ও অধ্যয়নে আলিমগণের শর্তাবলী ও পদ্ধতি জানা ও অনুধাবন করার গুরুত্ব এবং ইমামদ্বয়ের গ্রন্থাবলী অধ্যায়নের সময় তাদের সে শর্ত ও পদ্ধতি সামনে রাখার গুরুত্ব প্রকাশ পেল। অতএব অন্যান্য ইতিহাস ও বর্ণনাভিত্তিক গ্রন্থ এমনকি সভ্যতা, সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

বর্ণনা ও ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে ঐসব ঐতিহাসিকগণের কারও কারও পদ্ধতি ছিল এমন যে, তারা বর্ণনা পরম্পরায় ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্তার প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করেই তাদের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। ঠিক ঐ প্রচলিত বাক্যের মত, "যে ব্যক্তি সনদ উল্লেখ করল সে সূত্র বর্ণনা করল।" তারা হাদীস লিপিবদ্ধ করার

---

[১]. দ্রষ্টব্য: মিযানুল ইতিদাল: ৩/৫৩০–৫৩১।

[২]. দ্রষ্টব্য: "মারবিয়াত আবু মিখনাফ ফী তারিখে তাবারী: আসরুল খিলাফাহ রাশিদা" পৃ. ৪৮৭ থেকে শেষ পর্যন্ত, লেখক: ডক্টর ইয়াহইয়া ইব্ন ইবরাহীম আল-ইয়াহইয়া; প্রথম প্রকাশ, দারুল আসেমা, রিয়াদ ১৪১০ হিজরী।

ক্ষেত্রে কিছু আলিমের অনুকরণ করেছে। তারা প্রথম স্তরের মত যে কোন সনদযুক্ত বর্ণনা লিখতেন। এরপর আসে পরবর্তী স্তর। এ স্তরে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। কেননা মুহাদ্দিসরা এ সময়ে এসে হাদীসের বর্ণনাসূত্র যাচাই-বাছাই, নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও দুর্বল থেকে সহীহ বর্ণনাকে পৃথক করা শুরু করেন।

হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালীন (রহ.) উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমের পদ্ধতি ও নীতিমালা উল্লেখ করে বলেন, "দুইশত সাল থেকে পূর্ববর্তী কালের অধিকাংশ মুহাদ্দিস সনদসহ হাদীস পেলে তাকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং এ বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে তারা এর শুদ্ধতার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন।[১]

নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে হাফিজ ইব্ন হাজর বর্ণনা ভিত্তিক রিওয়ায়েতকে উদ্দেশ্য করেছেন। সনদ সমালোচনাকারী ইমাম তথা রিওয়ায়ত ও জারহ ওয়া তাদীলের আলিমগণকে নয় যারা তাদের দ্বীনকে পরিবর্তন-পরিবর্তন থেকে রক্ষার জন্য অতন্দ্র পাহারা দিয়েছেন। যারা হাদীস বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের উপর গ্রহণ ও বর্জনের নীতিমালা প্রয়োগ করে তাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

অতএব পাঠকের (যদি সে মানের হন তবে) উচিৎ এই গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনা যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত মুহাদ্দিসগণের যে নীতিমালা রয়েছে তার আলোকে বিশ্লেষণ করা। এই নীতিমালাকেই বলা হয়; 'ইলমে মুসতালিহুল হাদীস' বা উসূলে হাদীস। যা বর্ণিত হাদীস বা বর্ণনার, তার বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জন সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত দুটি কাজের মাধ্যমে:

---

[১]. লিসানুল মীযান, ৩/৭৫; আল-মাআরিফ আন-নিজামিয়্যাহ, আল মুজামুল কাবীর, আওসাত ও ছাগীর তিন গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তিবরানীর জীবনী অধ্যায়।

প্রথমত: যেসব বর্ণনা বর্ণিত হবে তার বর্ণনাকারীদের অবস্থা জারহ ও তা'দীলের বিচক্ষণ ইমামদের প্রণীত নীতিমালার আলোকে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা। যে বর্ণনাকারী উক্ত মানদণ্ডে বিশ্বস্ত হবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে এবং যে দুর্বল বা অসৎ হবে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে।[১]

দ্বিতীয়ত: হাদীসের মূল বর্ণনা বা মতনের দিকে দৃষ্টিপাত করা ও আল্লাহর কিতাব, সুপ্রতিষ্ঠিত সহীহ সুন্নাহ ও এ দুটি থেকে নির্গত সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে তা যাচাই-বাছাই করা। যাতে তা মুনকার নাকি মাহফুজ, নাসেখ নাকি মানসুখ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

এ কাজগুলো ঐসব পাঠকের জন্য যারা এ গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সুক্ষ্মভাবে এ পবিত্র জ্ঞান চর্চায় সক্ষম। আর পাঠক যদি এ বিষয়ে সক্ষম না হন তবে তার উচিৎ আল্লাহকে যথার্থ ভয় করা ও বিষয়টি এ বিদ্যায় অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও বিশ্বস্ত ন্যায়-পরায়ণ গবেষকদের বরাবর প্রেরণ করা।

* * * *

১. যেমন-ইমাম আহমদ, ইব্ন মাঈন, বুখারী, মুসলিম, শু'বা, ইব্ন মুবারক, রাবী, ইব্ন হাজর, যাহাবী প্রমুখ যারা এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাদের মতামত 'কিতাবুল রিজাল' বা রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাদীতে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-ইমাম রাযীর 'জরহ ওয়া তাদীল, রাযীর তাহজীবুল কামাল, ইমাম ইব্ন হাজরের তাহজীবুত তাহজীব, তাকরীবুত তাহজীব। ইমাম যাহাবীর এ সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিযানুল ইতিদাল। এছাড়া অনেক গ্রন্থ রয়েছে যাতে দুর্বল ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় কারণ

কেউ কেউ এ আওয়াজ তোলেন যে, ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশুদ্ধতা বিষয়ে শিথিলতা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বিশেষত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রে যে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে সে তুলনায় এ ক্ষেত্রে কিছুটা সহজিকরণ সম্ভব। এই চিন্তা চেতনাই সবচেয়ে বড় ভুল ছিল যাতে আমাদের পূর্বসূরীরা পতিত হয়েছিলেন। কেননা এটি পাশ্চাত্যের ইতিহাস প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিরই একটি অংশ। তারা কারও উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বর্ণনাসূত্রের বা সনদের গুরুত্ব প্রদান করে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইঞ্জিল বা বাইবেল। তাদের এ পবিত্র গ্রন্থ বর্ণনার ক্ষেত্রেও বর্ণনা পরম্পরায় শত শত বছরের বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে তাদের অন্য গ্রন্থের অবস্থা কী হতে পারে?

আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ইতিহাস আমাদের দ্বীনের একটি অংশ। সুতরাং একে অন্য ইতিহাসের মত মনে করা বা তা গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার শিথিলতার আশ্রয় নেয়া ঠিক হবে না। কেননা এক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতদুষ্ঠ আলোচনা বা বিকৃতি এবং তার অনুমোদন সরাসরি আমাদের দ্বীনের বিশুদ্ধতা এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে তার নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে।

এক্ষেত্রে ইসলামের সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সম্মানিত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যাদের অন্তরে সন্দেহের ধুম্রজাল রয়েছে তাদের উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি।[১]

---

[১] . আবু হুরায়রা ইব্ন আমের ইব্ন আব্দ; তিনি দাওস গোত্রের ছিলেন। সম্মানিত এ সাহাবীর প্রকৃত নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মুখস্তকরণের ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ও তাঁর মায়ের জন্য দুআ করেছিলেন। তিনি ৫৭ হিজরীতে =

কিছু কিছু গবেষক পুরাতন ও আধুনিক ঐতিহাসিক বিষয় পর্যালোচনা করার প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা করে। কেউ ইতিবাচক ফলাফল পায় আবার কেউ পায় নেতিবাচক। প্রত্যেকেই তাদের মতামতের পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে। যদিও সেই সব গবেষণার বিষয়ের সাথে মানবতার বৃহৎ কল্যাণ বা কর্মসংস্থানের

= ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি, যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইব্ন হাযম তাঁর 'জাওয়ামি উস্ সীরাত' গ্রন্থে। হাফিজ ইব্ন হাজরের 'আল-ইসাবা ফী তামাইযিস্ সাহাবা' গ্রন্থে তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনায় আশ্চর্যন্বিত হয়ে প্রবৃত্তির পূজারী কতিপয় সমালোচক তাদের সমালোচনার কুদৃষ্টি এ মহান সাহাবীর দিকে নিবদ্ধ করেছে। মাহমুদ আবু রাইয়াহ রচনা করে "আবু হুরায়রা শাইখুল মাদিরাহ' এতে সে ঐ মহান সাহাবীর ব্যক্তিত্বের উপর দীর্ঘ আলোচনা করে। আব্দুল হুসাইন শরফুদ্দীন আমিলী আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর অনেক হাদীস বর্ণনার বিষয়ে আশ্চন্বিত হয়ে রচনা করেছেন 'আবু হুরায়রা' নামক গ্রন্থ। যদিও এ মহান সাহাবীর চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি হাদীস অনেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন উক্ত আব্দুল হাসান আমিলী তার "মুরাজাআত" গ্রন্থে (পৃ. ৩০৮, মাকতাবাতে আলফাইন প্রকাশ) বলেন, তিনি আবান ইব্ন উসমানকে বললেন, আবান ইব্ন তাগলুব আমার থেকে ত্রিশ হাজার হাদীস বর্ণনা করেছে। অতএব তুমি তার থেকে ঐসব হাদীস বর্ণনা কর।" এ বর্ণনা "রিজালুন নাজ্জাসী" গ্রন্থে (১/৭৮৭৯, প্রথম প্রকাশ, দারুল আদওয়া, বিশ্লেষক মুহাম্মদ জাওয়াদ নাঈনী) এসেছে। একইভাবে জাবের জা'ফী (যাকে মুরাজাআত গ্রন্থকার অনেক মহিমান্বিত করেছেন) যার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই লক্ষ দশ হাজার অর্থাৎ সিকি মিলিয়নের কাছাকাছি। এসব সংখ্যা কি সম্মানিত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসের তুলনায় আশ্চর্যজনক নয়। ড. মুহাম্মদ আল-আজমী তার 'আবু হুরায়রা ফী দুয়ি মারবিয়াতুহু' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুনরাবৃত্তি ছাড়া আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ১৩৩৬টি (পৃ. ৭৬)। একইভাবে হাদীস বিশারদ আলিমগণের নিকট একথা স্পষ্ট যে, আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসগুলো তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি বরং অন্যান্য সাহাবী থেকেও সেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কথিত আবু রাইয়ার সন্দেহ অপনোদন করে একাধিক ব্যক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন- আল্লামা মালামীর 'আনওয়ার আল-কাশেফা', ড. মুহাম্মদ আবু শুহবাহর 'দিফা' আনিস সুন্নাহ', আব্দুল মুনায়েম আযযীর 'দিফা' আন-আবি হুরায়রা' ইত্যাদি। আব্দুল হুসাইন শরফুদ্দীন আমিলীর সন্দেহের অপনোদন করেছেন শায়খ আব্দুল্লাহ নাসের তার 'বুরহান ফী তাবরিয়াতু আবি হুরায়রা মিনাল বুহতান গ্রন্থে।

কোন বিষয় জড়িত থাকে না। সে তুলনায় আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ইতিহাসের অবস্থান কোথায়? যাঁরাই মূলত: শরীআত ও এর শক্তিশালী দুর্গের ধারক বাহক?

এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের ইতিহাসের প্রথম যুগের সংশ্লিষ্ট সব বর্ণনাই গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে হাদীসের নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। বরং এক্ষেত্রে বর্ণনার বিষয়বস্তুর আলোকে একে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হবে।

এইসব বর্ণনায় যদি নবী পরিবার ও সাহাবীগণের তপস্যা, তাঁদের বিরত্বগাঁথা, মর্যাদা, কুরবানী, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য, অমায়িক আচরণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে এবং তার বিষয়বস্তু যদি ইসলামী শরীআতের সাধারণ নীতিমালার বাইরে না যায় বা স্বাভাবিক বিবেকের কাছে অগ্রাহ্য না হয় তবে সে সব বর্ণনা উল্লেখ করা, অন্যের কাছে বর্ণনা করা বা লেখার মধ্যে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা তা শরীআতের মৌলিক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং বর্ণনা করা হলে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মর্যাদার কোন খারাপ প্রভাব পড়ে না।

আর যে সব বর্ণনা ঝগড়া-ফাসাদ বা সংকটময় অবস্থা সংক্রান্ত, অথবা আহলে বাইত ও সাহাবীগণের মর্যাদাহানীকর, অথবা ইসলামী শরীআতের সাধারণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক, অথবা এমন সব কালিমাযুক্ত যা খারাপ স্বভাবকে জাগ্রত করে তার সনদের ব্যাপারে সুক্ষ্মভাবে নজর রাখতে হবে এবং ন্যায়বিচারের কাঠগড়ায় তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই তিনটি দৃশ্যমান কারণে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন, আলোচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে ভগ্নদশার সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস সংক্রান্ত সংশয় নিরসনের নীতিমালা

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ইতিহাস সংক্রান্ত সংশয় ও অভিযোগগুলো আমরা চারভাগে বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম ভাগ: দুর্বল বর্ণনা ও তথ্য: যার সনদ বা বর্ণনা পরম্পরা অসত্য, মতন বা মূল বিষয় প্রত্যাখ্যাত। কিছু গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক বর্ণনা রয়েছে যা পাঠ করার সময় সতর্ক হওয়া উচিৎ। এতে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা নবী পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় অথচ তা তাদের উচ্চ অবস্থান ও মহান মর্যাদার সাথে অসামাঞ্জস্য। এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম পরবর্তীতে "যেসব গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে" শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হবে।[১]

এসব গ্রন্থের পাতায় পাতায় নবী পরিবার ও সাহাবীগণ সম্পর্কে অনেক দুর্বল, অসত্য ও বানোয়াট বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব অমূলক সন্দেহের ব্যাপারে নীতি হল, "তা প্রতিহত করা ও তাড়িয়ে বিদায় করা।" কেননা এসব মিথ্যা বর্ণনার উপর কোন মুসলিমের আকীদা বা তাঁর দ্বীন নির্ভর করা বৈধ নয়। তাছাড়া নবী পরিবার ও সাহাবীগণ মুসলিম আকীদার একটি অংশ। অতএব একজন মুসলিম তার দ্বীনের নির্দেশনার ভীত কিভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস নির্ভর হওয়ার অনুমোদন দিতে পারে? এবং আল্লাহর পবিত্র কিতাব ও সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ এমন বর্ণনা পরিত্যাগ করতে পারে যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

কুরআনুল কারীম নবী পরিবারকে পবিত্র ঘোষণা করেছে এবং অসংখ্য আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছে। আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرًا ﴿٣٣﴾

[১]. দ্রষ্টব্য : পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭৭-৮৯।

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

নবী পরিবারের সদস্যগণের মর্যাদার মূল উৎস এই আয়াত। এ আয়াতেই আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা ও পবিত্রতার এবং তাদের থেকে খারাপ কাজ ও দুঃশ্চরিত্রের যাবতীয় গ্লানী দূরীভূত করার ঘোষণা দিয়েছেন। অনেক আয়াতে তিনি সাহাবীগণের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

"তুমি তাঁদেরকে দেখবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু ও সিজদাবনত।" (সূরা আল-ফাত্হ: ২৯) এই আয়াতে আল্লাহ সাহাবাগণের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা রুকু, সিজদা ও বিনম্র সালাত আদায়ে রত থাকে। অতঃপর তিনি তাঁদের অন্তরে লুকায়িত আন্তরিকতা ও সততার বর্ণনা দিয়ে বলেন, (তাঁরা কামনা করে) এটি মূলত: মনের ব্যাপার যা প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আর এটিই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ কামনায় আন্তরিকতার ও সততার অর্থ বহন করে।

একইভাবে মহান আল্লাহ সাহাবীগণের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দিতে যেয়ে তার প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

"তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে।" (সূরা আল-আনফাল: ৬২–৬৩)

অতএব আহলে বাইত ও সাহাবীগণের অন্তর এক বিষয়ের উপর একত্রিত হয়েছিল আর তা হল, তাওহীদ, ইসলাম ও ভালবাসা। এসব আয়াত এবং এ সংক্রান্ত অন্য আয়াত এ বিষয়ের মূল বিধান নির্ধারক। অতএব এক্ষেত্রে এসব আয়াতকেই গ্রহণ

করতে হবে এবং আহলে বাইত ও সাহাবীগণের বিষয়ে যে সব মিথ্যা বর্ণনা বর্ণিত বা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা পরিত্যাগ করতে হবে। কবি যথার্থই বলেছেন,

সাহাবীগণ ও আহলে বাইতকে ভালবাসা সুন্নাত
যতদিন জীবিত থাকব আমার রব যেন এর তাওফীক দেন
তাঁরা দুটি দল যাঁদেরকে আহমদের শরীআত একত্রিত করেছিল
আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক ঐ দুটি দলের জন্য
দু'দলই হিদায়াতের পথ অনুসরণ করেছিলেন
তাঁরা উভয়েই আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন
নবী পরিবার ও সাহাবীগণ ছিলেন মূলত:
এক হৃদয় যা অর্ন্তভুক্ত করেছিল দুটি দেহকে।[১]

এক্ষেত্রে আমাদের ভালভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আহলে বাইত বা সাহাবীগণের কেউ তাদের মর্যাদা সংক্রান্ত জাল হাদীসের মুখাপেক্ষী নন। তাঁদের মর্যাদা একমাত্র অহংকারী ও কাফির ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না।

দ্বিতীয় ভাগ: আহলে বাইত ও সাহাবীগণের মর্যাদা ও সৌন্দর্য সংক্রান্ত হাদীস যা মিথ্যুক ও জালিয়াতিদের হাতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়ে খারাপ ও নেতিবাচকে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ জাতীয় সন্দেহ-সংশয়ের প্রবক্তাদের ঐসব ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো যে এ সংক্রান্ত সহীহ বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী সে সম্পর্কে তারা সবসময় গাফেল থেকে গেছে। এ জাতীয় সন্দেহ সংশয়ের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন-

*** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক রিদ্দার যুদ্ধ।** এ কাজটি তিনি করেছিলেন যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিত্যাগ করবে সেই সব ধর্মদ্রোহীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১]. দ্রষ্টব্য: কাহতানীর নুনিয়্যাহ।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আগত ভয়াবহ পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য। কেউ কেউ এ মহৎ কর্ম ও মর্যাদাকে আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর খারাপ কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন এ সন্দেহের বীজ বপনের মাধ্যমে যে, তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা যারা তাঁর খিলাফাতের বিরোধিতা করেছিল ও বাইয়াত গ্রহণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে ঐ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

অথচ ঐসব অভিযোগকারীরা ভুলে যান যে, এই পবিত্র কাজের উপর বড় বড় সাহাবী তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন এবং তা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছিল। তারা আরও ভুলে যান, এ কাজের উপর আহলে বাইতের ইমাম আলী ইব্ন আবু তালিবের সহযোগিতার কথা। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর ধর্মত্যাগ করেছিল ও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পরামর্শ চেয়ে বলেন, হে আবুল হাসান! আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, আমি বলতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করতেন তার সামান্য কোন অংশ যদি আপনি পরিত্যাগ করেন তবে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরোধিতা করলেন। তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আপনি যদি এ কথা নাও বলতেন তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম এমনি যদি তারা যাকাতের ছাগলের রশিটি দিতেও অস্বীকার করত।[১]

এ দ্বারা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নসীহাত প্রদান, খিলাফাতের স্থায়িত্ব কামনা, ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে মুসলমানদের

[১] . রিয়াদুন্ নুদরা, মুহিব তাবারী, পৃ. ৬৭০; ড. আলী সালাবী, আসমাল মাতালিব ফী সীরাতে আমীরুল মুমিনীন আলী হব্ন আবু তালিব, পৃ. ১৪৪।

ঐক্যমতের বিষয়ে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান ও তাঁর আন্তরিকতার স্পষ্ট প্রমাণ দিলেন।

ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিজেই বের হলেন এবং বাহনে আরোহন করলেন তখন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে আটকে ধরলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে ঐ কথাটিই বলব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "তরবারী পরিচালনা করবেন না, নিজেকে কষ্ট দিবেন না। মদীনায় ফিরে যান, আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনার কারণে কষ্ট পাই তবে ইসলামের আর কোন শৃঙ্খলা বাকী থাকবে না।[১] তাঁর এই আন্তরিকতাপূর্ণ বিশ্বস্ত নসিহাতকে আমলে নিয়ে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু মদীনায় থেকে যান।

এছাড়াও আরও কিছু মিথ্যা ও অন্যায় বাক্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যাতে তারা বলেন, "তাঁরা (সাহাবীগণ) যেসব গোত্র আবু বকরের খিলাফাতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল অন্যায় ও শত্রুতাবশতঃ তাদেরকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী নাম দিয়েছিল।"[২]

তারা কারা যাদেরকে এই নাম দিয়েছিল, আমাদের কাছে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। আপনারা কেন তাদেরকে এ নামে অভিহিত করবেন না, কোন দলিল প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করছে? তাদের কাছে মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচার ছাড়া কী আছে বিধান প্রয়োগ বা ইতিহাস সমালোচনার? এই অসুস্থ পদ্ধতিতে জ্ঞানগত গবেষণা সম্ভব নয়।

---

[১]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৬/৩১৪-৩১৫।

[২]. নাবীল কারখী, কামিলুন নাজ্জার ওয়া জরিমাতুল ইরতাদ, পৃ. ৪৮।

*** আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ;** এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত বাস্তবায়ন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করানো। অথচ এই উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর দিকে সম্পৃক্ত করে তার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে কলংকিত করা হয়। আমাদের এ দাবির স্পষ্ট দলীল আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের কাহিনী যাঁকে ইমাম আলী খারিজীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।[১]

*** ইমাম হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত থেকে অব্যহতি ও তদস্থলে মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুকে স্থলাভিষিক্তকরণ।** এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে সংশোধনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত বাস্তবায়ন, তাঁদের জান-মালের হিফাজত এবং তাঁদের ঐক্য ধরে রাখা। অথচ এই মহান ফজিলাতপূর্ণ কাজটি খারাপ কাজ তথা অন্যায়ে পরিবর্তিত করা হয়। এমনকি কেউ কেউ এ কারণে জান্নাতের যুবকদের সর্দার হাসান রাদি আল্লাহু আনহুকে নিন্দা করেন এবং তাকে উপাধি দেন "মুমিনদের লাঞ্চনাকারী"[২] তাঁকে উপহাস ও বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে। আমরা আল্লাহর কাছে অপদস্থতা ও বঞ্চণা থেকে আশ্রয় চাই। অথচ এই হতভাগ্য নিন্দুক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর এ কাজের প্রশংসা সম্পর্কে অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আমার এই সন্তান একজন নেতা, সম্ভবত: আল্লাহ তাঁকে দিয়ে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাবেন।[৩] আর এটিই ছিল সেই কাজটি।

---

[১]. তারিখে ইব্ন খালদুন, ২/১৭৬।

[২]. যাহাবী, সীরু আ'লামুল নুবালা, ৩/১৪৭, ২৭২; ইব্ন শু'বা হারানী। তাহফুল উকুল আন-আলির রাসূল, পৃ. ৩০৮।

[৩]. ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-২৭০৪।

*** একইভাবে তৃতীয় খলিফা অধিক ধৈর্যশীল শহীদ উসমান রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কুরআনের কপি সংগ্রহ ও তা নষ্টকরণ।** এই মহা কৃতিত্বকে পরবর্তীতে পরিবর্তিত করে তাঁর নেতিবাচক কর্ম ও তাঁর সম্পর্কে সন্দেহের জন্ম দেয়ানো হয়। অথচ অদ্যবধি মুসলিম উম্মাহ তাঁর এ মহতি উদ্যোগের ভূয়সি প্রশংসা করেন যে, এ এক বড় ফজিলত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক পরম অনুগ্রহ যার মহাত্মের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া সাধারণে অনুভব করে না।

এ কারণে যারা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করত আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে নিষেধ করতেন এই বলে যে, উসমানের সম্মানের ব্যাপারে প্রতারণার আশ্রয় নিও না এবং তাঁর ক্ষেত্রে ভাল কথা ছাড়া বল না। আল্লাহর শপথ! তিনি যা করেছিলেন (কুরআন সংকলন) তা আমাদের (সাহাবীগণের) সকলের সম্মতিতে করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি সে সময়ে দায়িত্বশীল থাকতাম তবে তাই করতাম তিনি যা করেছেন।[১]

এভাবেই অনেক অভিযোগ ও সন্দেহ রয়েছে যা আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনাকে রূপান্তরিত করে মিথ্যায় পরিণত করা হয়েছে। এ পরিসরে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হল শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, কতিপয় ইতিহাস লেখকের অনুসৃত এ পদ্ধতির ব্যাপারে পাঠক যেন সতর্ক থাকতে পারে। আল্লাহ সকলকে সত্যের হিদায়াত দান করুন।

তৃতীয় ভাগ: আসল ঘটনা ও হাদীস সহীহ; কিন্তু কেউ কেউ তাতে সামান্য কিছু বৃদ্ধি করেছে। এমনকি দেখা গেছে, মূল বর্ণনা হয়তো কয়েকটি বাক্যে বা সর্বোচ্চ এক পৃষ্ঠায় কিন্তু সেই ঘটনায় মিথ্যা ও বানোয়াট কল্প কাহিনীর সংমিশ্রণ করে স্বতন্ত্র বইপত্র প্রণিত হয়েছে। যেমন-

---

[১]. ইব্ন হাজর, ফাতহুল বারী, ৯/১৮; ড. আলী সালাবী, আসনাল মাতালিব, পৃ. ১৯০।

(ক) সাকীফার ঘটনা: এর মূল হাদীসটি এক পৃষ্ঠার বেশি নয়। অথচ তাদের কেউ কেউ বানোয়াট ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে মূল বর্ণনা এমন অনেক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে যা সহীহ বর্ণনার বিরোধী। এই সুযোগটি মতলববাজরা লুফে নিয়ে এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সাহাবীগণের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির পায়তারায়। যেমন জাওহারী তারা "সাকীফা" গ্রন্থে[১] এছাড়াও অনেকে এই সাকীফাহ সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেছে এবং তাতে অনেক অসত্য বর্ণনা প্রবেশ করিয়েছে।

(খ) "রাযিয়্যাতুল খামীস"-এর হাদীস।[২] এ ছাড়াও এ জাতীয় অনেক ঘটনা।

অতএব ইতিহাস পাঠকের উচিৎ এসব বিষয় অধ্যায়নের সময় সতর্ক থাকবে এবং মূল ঘটনা ও তাতে যে বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল ঘটনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে সহীহ বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে এবং অতিরিক্ত বর্ণনাগুলো অনির্ভরযোগ্য তথ্যগ্রন্থ থেকে অসত্য বর্ণনা পরম্পরা বা ক্ষেত্র বিশেষে বর্ণনা পরম্পরা ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে।

সন্দেহ নেই এইসব নিগৃহীত অতিরিক্ত বর্ণনা প্রকৃত সত্য বর্ণনাকে বিলুপ্ত করা বা মানুষের কাছে তা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। যার কারণে তাদের কেউ কেউ ইতিহাসের কলংকৃত চিত্র অংকন করছেন এবং এই জালিয়াতির কারণে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যায় বিধান প্রকাশ করছেন।

চতুর্থ ভাগ: হাদীস বা বর্ণনার সনদ সহীহ। তাতে বৃদ্ধি বা কমতি ঘটানো হয়নি। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য ভুল পতিত হয়েছে। ভুলটি প্রকাশিত হয়েছে সাহাবী থেকে তিনিও সর্বকাল ও সর্বযুগের অন্যান্য মানুষের মত নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে।

---

[১]. এই গ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা আসবে, পৃষ্ঠা- ৮৬-৮৭।

[২]. রাযিয়্যাতুল খামীস এর হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্য দ্রষ্টব্য "আল-আকদুন নাফীস বিদিরাসাতি হাদীসিল খামীস।

এক্ষেত্রে আমরা বলব, এমন কে আছে যে, কখনও কোন খারাপ কাজ করেনি, কার শুধুমাত্র ভাল কাজ করার ইতিহাস রয়েছে? সাহাবীগণের ক্ষেত্রে সহীহ আকীদা হল, তাঁরাও সাধারণ মানুষ যারা ভুলও করে আবার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীতও হয়। অন্যান্য মানব সন্তানের মত তাদের থেকে ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হয় বিধায় আমরা তাঁদের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ দাবি করতে পারি না।[১]

অতএব তাঁদের সৎকর্মগুলো উল্লেখ করা ও খারাপ দিকগুলো অতিক্রম করা আবশ্যক। আল্লাহর কসম! তাঁদের থেকে ছোট খাট যে পাপ প্রকাশিত হয়েছে তাকে যদি তাঁদের পুণ্য, আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা, জিহাদ, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যান্য নেক আমলের সাথে তুলনা করা হয় তবে তা বালুর পাহাড়ের মধ্যে একটি বালুকণা বা মহাসাগরের পানির তুলনায় এক ফোটা পানির অনুরূপ।

অতএব যদি বর্ণনাটি "জারহ ও তাদীল" এর মানদণ্ডে সহীহ প্রমাণিত হয় এবং তা থেকে সাহাবীর ভুল-ভ্রান্তি ও স্খলনে পতিত হওয়া প্রকাশ পায় তবে মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ হবে তা থেকে বের হওয়ার জন্য উত্তম পথ অন্বেষণ করা। ইব্ন আবু যায়িদ কাইবোয়ানী বলেন, তাঁদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

[১]. তবে এই বিশ্বাস তাঁদের ন্যায়পরায়নতায় ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে না কেননা ন্যায় পরায়ণতা ও পাপমুক্তির মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে সাহাবীগণ গোনাহ, ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হতে পারেন না। কোন আলিম কখনও এ দাবি করেননি। নিষ্পাপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ছাড়া এটির সম্ভাবনা নেই। অতএব ন্যায়পরায়ণতা ও পাপমুক্তি অন্য জিনিস। আদালত অর্থ সাহাবীগণের চারিত্রিক পবিত্রতা অনুসন্ধান ছাড়াই তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করা। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার সূত্র অনুসন্ধান করারও প্রয়োজন নেই। কেননা কুরআন তাঁদের চারিত্রিক পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: ওয়াহিবী, ইতিকাদ আহলুস সুন্নাহ ফীস্ সাহাব, পৃষ্ঠা-৯৩; ড. মুহাম্মদ আবুল খাইল, মানহাজ ফীত তাআমুল মাআ রিওয়ায়েতি মা শাজারা বাইনাস্ সাহাব, পৃ.৪৯।

কেননা, তারা এমন জাতি তাদের ব্যাপারে উত্তম বের হওয়ার পথ অন্বেষণ এবং সৎ ধারণা রাখার অধিক হকদার।"[১]

ইব্ন দাকীকুল ঈদ বলেন: তাঁদের মধ্যকার বিরোধ ও মতভেদ সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু রয়েছে মিথ্যা ও বাতিল। এর দিকে তাকানোই যাবে না। যে বর্ণনা সহীহ তাকে আমরা উত্তম ব্যাখ্যা করব। কেননা, পূর্ব থেকে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের সম্পর্কে (এর বিপরীত কিছু) বর্ণিত হলে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালা হল, সন্দেহযুক্ত বা ধারণাপ্রসূত বিষয় বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ও সত্যকে খন্ডাতে পারে না।[২]

আমাদী বলেন, এটিই আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ব্যাপারে উত্তম ধারণা রাখতে হবে ও তাঁদের নিজেদের মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁরা যা করেছেন এবং বলেছেন তাকে ভাল উদ্দেশ্যে সৎ নিয়তে, নিরাপদ বিশ্বাসে গ্রহণ করা। ঐ সব কিছুই ইজতিহাদের বিষয় যা শ্রুত বা লিপিবদ্ধ। কুরআন সুন্নাহর একাধিক বর্ণনা যা মুতাওয়াতির বা আহাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ তাদের প্রশংসা ও স্তুতির উপর একমত হয়েছে। তাঁদের খ্যাতির তুলনায় তাদের কর্ম অনেক বেশি। তাঁদের ব্যাপারে যেসব আপত্তিকর কাজ বা শরীআতের বিধান বর্হিভূত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। এটি শুধুমাত্র প্রবৃত্তির অনুসারীদের কল্পকাহিনী ও শত্রুদের শৈল্পিক রচনা মাত্র..... তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত যে সব বর্ণনা সাব্যস্ত হয়েছে তা দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রমাণিত হয় না কেননা সেসব বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। অতএব এ ক্ষেত্রে করণীয় হল সম্ভব্য সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ

---

[১]. মুকাদ্দামা রিসালাহ আবু যায়েদ কায়রুআনী, ব্যাখ্যা-সালেহ আল আবী আল-আযহারী, পৃ. ২৩।

[২]. আব্দুল আযীব আজলাত, আসহাবে রাসূলুল্লাহ ওয়া মাজাহিবুন নাস ফিহিম, পৃষ্ঠা-৩৬০।

করা এবং উত্তমভাবে তাঁদেরকে নিস্কৃতি দেয়া নতুবা এ থেকে বিরত ও চুপ থাকা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে, এ বর্ণনার এমন কোন ব্যাখা আছে যার প্রতি এখনও কেউ পৌঁছাতে পারেনি।[১]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মতলববাজরা এই সব ছোট ভুলগুলোকে ফুলিয়ে বড় করে এমনকি তাদের গবেষণার বিষয়ই যেন এর অনুসন্ধান ও তদন্ত। এটিই যেন তাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। মনে হয় এটি এমন এক বিষয় যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। যে ব্যক্তি এগুলো জানল সেই মুমিন, আর যে জানল না বা অস্বীকার করল সে কাফির!! নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোন শক্তি ও সামর্থ নেই।

সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে সংগঠিত বিষয়াদির ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সুক্ষ্ম তথ্যের অনুপস্থিতিতে আমাদের জন্য আবশ্যক আমরা তাঁদের ইতিহাস বিষয়ে এতটুকুই গ্রহণ করব যা আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন। কেননা এটিই মৌলের মূল। গবেষক, পাঠক যদি তাঁদের সংক্রান্ত সহীহ সনদ না পায় তবে যেহেতু তাঁর কাছে মৌলিক বর্ণনা রয়েছে সেহেতু তিনি তারই অনুসরণ করবেন। আর সে মৌলিক বর্ণনাটি হল ঐ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর প্রশংসা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সঙ্গী হয়ে জিহাদ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের উপর কখনও প্রশংসা করতেন না এটি অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে, তারা এই উষ্ণ প্রশংসার হকদার না। তাহলে তিনি কিভাবে সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে খবর রাখেন? তাঁদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁরও মানুষ তাঁদের থেকে ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশিত হতে পারে। এর অর্থ মানব সন্তানের যে বৈশিষ্ট্য তাও তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

---

[১]. গায়াতুল মারাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯০।

কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে অসৎ কাজের অভিযোগ করা তাঁদের সাথে অন্যায় আচরণ করা, নিফাক ও ক্ষমতা লিপ্সা ইত্যাদির অপবাদ দেয়া মূলত: নিজেকে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণের সমকক্ষ মনে করা। কেননা, কারও বিরুদ্ধে (তাঁর অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট) এ জাতীয় বিষয়ের অপবাদ দেয়াটা অদৃশ্যের জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে পারে। আর অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তাঁর এই অদৃশ্যে অন্য কেউ খবর রাখে না।

অতএব আমাদের উচিত এ জাতীয় বর্ণনার পিছনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যেসব বর্ণনা কতিপয় প্রাচ্যবিদ[১] ও প্রবৃত্তির পুজারীরা তৈরী করেছে। যারা সাহাবীগণের মধ্যকার মত পার্থক্যকে কখনও দুর্বল ও জাল বর্ণনার ভিত্তিতে কখনও অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এমন কুৎসিতভাবে চিত্রায়িত করেছে যেন তাঁরা পরস্পর কুস্তিতে মেতে থাকত। তাদের এ বর্ণনা শিশু শ্রেণীর ছাত্র থেকে শুরু করে নেতৃবর্গ কাউকে ছাড় দেয়নি।

আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রতিটি যোগ্য লোকের উচিত কোন বর্ণনা শুনলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাছাই করা। সহীহ বর্ণনাসূত্র সম্বলিত ও বৈপরিত্যমুক্ত ইতিহাসই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের ইতিহাস মিথ্যা, অসত্য বর্ণনা সম্বলিত থাকার চেয়ে এটিই উত্তম। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের ইতিহাস অন্তত: তাদের হাত থেকে মুক্ত হবে যারা ঈমানদারদের মধ্যে ফিতনা বিপর্যয় ছড়াতে চায় এবং ঐ প্রজন্মের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করতে চায় যারা নবুওয়াতের আলোকরশ্মি ও আকাশের সাথে দুনিয়ার

[১]. যে সব প্রাচ্যবিদ তাদের হিংসা-বিদ্বেষের তীর ইসলামের ইতিহাস, আকীদার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে: এ. জে. আরবারী, ড. মারগুল্যাস, জে. ফাইনাসনেক, ম্যাকডন্যাল্ড, খুইয়ার, গোল্ড যাইহারর্গ, ফন গ্রোনবাউম প্রমুখ। অনেক লেখক-গবেষক তাদের এ পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। যেমন- প্রফেসর ইউসুফ আল-আজম তাঁর 'তারিখুনা বাইনাত তাযবীরিল আদা ওয়া গাফলাতিল আবনা' গ্রন্থে, মুস্তাফা সিবায়ী তার 'আল-ইসতিশরাক ওয়াল মুসতাশরিকুন' গ্রন্থে, ড. হামেদ খলীফা তার 'আল মাওকাফ মিনাত তারিখিল ইসলামী' গ্রন্থে।

যোগাযোগের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল এবং আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও সারা দুনিয়ার তা প্রসারের জন্য তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সংগ্রাম করেছিল।

আমাদের উচিৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই জ্ঞান থেকে শুধুমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করা যতটুকু কথা বা কাজ সাহাবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াটা সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে তা পবিত্রকরণের বলয়, বৃদ্ধিকরণের উৎসাহ, মূল্য বাড়ানো বা কমানো থেকে মুক্ত হতে হবে।

অতএব স্বচ্ছ প্রকৃত ইতিহাস অল্প হলেও তা স্বাগত জানানোর উপযুক্ত যদি তা মিথ্যা বর্ণনা, উপকথা, কল্পকাহিনী, নেতিবাচক[১] চরিত্রের খনি হওয়া থেকে মুক্ত হয় তাই তার উৎস বা তথ্য সূত্র যত বেশিই হোক না কেন? কেননা যাচাই-বাছাইয়ের মানদণ্ডে ও সত্যের মাপকাঠিতে তা কখনই শক্তিশালী হয় না।[২]

ঐ সব ব্যক্তির ব্যাপারে আর্শ্চয়ের পর আশ্চর্য হতে হয় যারা নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী গবেষণার পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং বাকি কাজে তার প্রতিফলন ঘটায়। যেমনটি করেছে মুরতাজা আসকারী তার 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা' গ্রন্থে। সে ইব্ন সাবার প্রকৃত বিষয়গুলো অস্বীকার করেছে ও তার বিষয় শুদ্ধ বর্ণনায় সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে সম্পর্কে বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করেছে। কিন্তু যখন সাহাবীদের সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে তখন দুর্বল হোক আর জাল হোক সব ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করেছে। যেন সে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করেছে যা তাকে আনন্দিত করবে এবং নিজেকে এ বিষয়ের পণ্ডিত প্রমাণের চেষ্টা করছে।

---

[১]. বিজয়ের যুগের সামান্য কিছু কাল পর শুউবি আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। ইসলামের আবির্ভাবে আরব থেকে বর্ণবাদ দূর হয়ে যাওয়ার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই এ আন্দোলনের আর্বিভাব। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে আরবের ব্যর্থতা উল্লেখ করে গ্রন্থ প্রণয়ন করে এবং তাদের জবাবে 'অনারব ও পারস্য'-এর ব্যর্থতা উল্লেখ করে গ্রন্থ প্রণীত হয়। অতএব এ জাতীয় প্রতিহিংসা পরায়ণ ইতিহাস থেকে কোন প্রকার বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত নয়। দ্রষ্টব্য: খায়রুল্লাহ তালফাহ, শুউবিয়্যাহ আদুউ উল আরব আল-আওয়াল।

[২]. ড. আব্দুল আযীয দুখখান, আহদাস ওয়া আহাদীস ফিতনাতুল হারজ।

অতএব যে সুক্ষ্ম নীতিমালার দাবী তারা করে থাকে তার অস্তিত্ব কোথায়? যে গবেষণা পদ্ধতির শ্লোগান তারা দিয়ে থাকে তা কোথায়? ইসলামের প্রথম যুগের অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করে না কেন ?

মহান আল্লাহর বাণী:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্ত:করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল: ৩৬) এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাবতাবায়ী তাঁর তাফসীরে বলেন, আয়াতটি যে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। এ নিষেধাজ্ঞা আকীদা ও আমল উভয় দিকের অনুসরণকে অর্ন্তভুক্ত করে। যেমন আমরা বলে থাকি যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তা বিশ্বাস করো না, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তা করো না, কেননা এসব গুলোর মধ্যেই অনুসরণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে মানুষের স্বাভাবগত চাহিদা বাস্তাবায়নও হয়। আর তা হল জ্ঞানের অনুসরণের আবশ্যকতা এবং এতদ ভিন্ন অন্য কিছু অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা। কেননা মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী সে তার জীবন চলার পথে বিশ্বাসে, তার কর্মে বাস্তবসম্মত বিষয় ও বাহিরের অংশে যা আছে তা অর্জন করতে চায় না, পরিচিত ব্যক্তি হলে তার উদ্দেশ্যে এটি বলা শুদ্ধ হবে যে, নিশ্চয় সে অমুক। সন্দেহযুক্ত, ধারণাপ্রসূত বা কল্পিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয় এই সে এ শব্দ ব্যবহার শুদ্ধ হবে না।[১]

হাসান কাশেফ আল গাতাআ বলেন, যেসব বিষয়ে কোন নস বর্ণিত হয়নি অবস্থার পবির্তনের কারণে তার বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলত: তখন তা ঐ নীতিমালায় রূপান্তরিত হয় যে, মৌলিকভাবে তা অশুদ্ধ।[২]

---

[১]. তাফসীরুল মীযান: ১৩/৯২।

[২]. শরহ মুকাদ্দামাতু কাশফুল গাতাআ, সাতচল্লিশতম অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়
নবী পরিবার সংক্রান্ত সংশয় নিরসন পদ্ধতি

একজন বিচক্ষণ মুসলিমকে আহলে বাইতের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ছয়টি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রথম বিষয়: মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ইসলামের শত্রুরা আহলে বাইতের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাকে পরিকল্পিতভাবে হালকা করেছে এভাবে যে, তারা আহলে বাইত ও তাঁদের অনুচরদের প্রতি ভালবাসার শ্লোগান তুলে তাঁদের মর্যাদা সংক্রান্ত জাল হাদীস তৈরী করেছে। এর ফলাফলে দেখা গেছে আহলে বাইতের মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার দাবিতে সাধারণ মানুষ ঐ সব জাল হাদীস কোন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করেছে। এ কারণে আমরা দেখি আহলে বাইতের ইমামগণ এ জাতীয় কাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বাস্তবে তা সংগঠিত হয়েছেও। অতএব আহলে বাইে প্রেমিকদের উচিৎ আহলে বাইতের ব্যাপারে যে সব মিথ্যা বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে সর্তক থাকা।

সম্মানিত আহলে বাইতের ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) বলেন, "মানুষেরা আমাদের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনায় আসক্ত হয়েছে।"[১]

তিনি একই কথা অনত্র বলেন, "নিশ্চয় আমরা আহলে বাইত সত্যবাদী কিন্তু আমরা ঐ সব মিথ্যাবাদীদের থেকে মুক্ত হতে পারিনি যারা আমাদের বিষয়ে মিথ্যা বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছে। ফলে তাদের ঐ মিথ্যার কারণে আমাদের সত্যগুলো মানুষের কাছে ঢাকা পড়ে গেছে।"[২]

শরীক ইব্ন আব্দুল্লাহর কথা শুনুন, তিনি যারা জাফর সাদিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করত তাদের শ্রেণী বিভাজন করেছেন কিভাবে।

---

[১]. আল মাজলিসী: বাহহরুল আনওয়ার, ২/২৪৬।

[২]. মুহাম্মদ আরদাবিলী হায়েরী, জামিউর রিওয়াত: ২/২২১; জাফর সুবহানী, কুল্লিয়াত ফী ইলমুর রিজাল: পৃষ্ঠা-২৬।

আবুবকর আল কাশী বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্দুল হামীদ আল হামানী তার আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর ইমামত সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত গ্রন্থে বলেন, আমি শরীককে বললাম, কেউ কেউ জাফর ইব্ন মুহাম্মদকে হাদীসের দুর্বল বর্ণনাকারী বলে ধারণা করেন। তখন তিনি বললেন, আসল ঘটনা তোমাকে বলি। জাফর ইব্ন মুহাম্মদ প্রকৃতপক্ষে একজন সৎ, আল্লাহভীরু মসুলিম ব্যক্তি কিছু মূর্খ মানুষ তাঁর কাঁধে চড়ে বসে, যারা তাঁর কাছে যাতায়াত করত এবং বলত, জাফর ইব্ন মুহাম্মদ আমাদেরকে এই এই বর্ণনা করেছেন। মূলত: তারাঁ ইমাম জাফর সাদিকের নামে মিথ্যা জাল, প্রত্যাখ্যাত হাদীস বর্ণনা করত যাতে মানুষ এটাকে গ্রহণ করে এবং তারা তাদের থেকে এর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করত। এভাবেই তারা এ সমস্ত মিথ্যা বর্ণনার জন্ম দিয়েছে। আমি মানুষ থেকে এটি জেনেছি। তাদের কেউ কেউ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কেউ কেউ তা অস্বীকার করেছে।[১]

ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) বলেন, মুগীরা ইব্ন সাঈদ আমার আব্বার উপর ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করত। সে তার সাথীদের লেখা গ্রহণ করত। তার সাথীরা গোপনে আমার আব্বার কাছে যাতয়াত করত। তারা আমার আব্বার বন্ধুদের থেকে লেখা গ্রহণ করত ও মুগীরার কাছে আর্পন করত। সে তাতে কুফর ও নাস্তিকতার সংমিশ্রণ করত অত:পর তার সাথীদেরকে নির্দেশ দিত এগুলোর বিস্তার কর।[২]

দ্বিতীয় বিষয়ঃ আহলে বাইতের মর্যাদা সংক্রান্ত জাল হাদীস প্রকৃতপক্ষে যা সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তারই অনুরুপ। ঢিলের বিপরীতে ঢিল ছোড়া মাত্র। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে।

---

[১]. রিজালুল কাশী, পৃ-২০৮, ২০৯; আল মাজলিসী বাহ্হারুল আনওয়ার, ২৫/৩০২-৩০৩।

[২]. ইউসুফ বাহরানী, হাকায়েখ নাদেরাহ, ১/৫০; বাহ্হারুল আনওয়ার, ২/২৫০)।

সুতরাং তাঁদের সম্মান-মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীসের সনদ নিরীক্ষণ ও এর শুদ্ধতা সাব্যস্ত না করে তা গ্রহণ, প্রচার-প্রসার বা তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

তৃতীয় বিষয়ঃ আহলে বাইতের ব্যাপারে সাব্যস্ত সম্মান-মর্যাদার অর্থ এই নয় যে উক্ত সম্মান মর্যাদা এককভাবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত এবং অন্য কেউ এ জাতীয় মর্যাদা পেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রয়েছে কাউকে কোন সম্মানে ভূষিত করার অর্থ অন্যের জন্য তা নিষিদ্ধ করা নয়।[১]

আমরা বলতে পারি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে (যিনি আহলে বাইতের সদস্য) বলেছিলেন এই পতাকা আমি এমন একজন ব্যক্তির হাতে অর্পন করব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসে।[২] এই হাদীস থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই মর্যাদা আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যগণের জন্য নিষিদ্ধ, হাসান, হুসাইন তাঁদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালবাসেন না? অবশ্যই নয়। বরং তাঁরা দুজন জান্নাতের যুবকদের সর্দার। তাঁদের দুজনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে যা উদ্দেশ্য তা হল আল্লাহ তাঁকেই সম্মানিত এবং তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেছেন যার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন-

তিনি আহলে বাইত সম্পর্কে বলেন:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

---

[১] . হাশেম হাশিমী: হেওয়ার মাআ ফাদলুল্লাহ , পৃ-১১৬; মুহাম্মদ কাজেম, ইমাম মাহদী, পৃঃ ৫২৭, দ্বিতীয় প্রকাশ।

[২] . সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৪২; মুসলিম, হাদীস নং-৪/১৮৭২ ও ২৪০৬/৩৪।

তিনি সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেন:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ

"আল্লাহ্ তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান ।" (সূরা আল মায়িদা: ৬)

পবিত্র করার বিষয়টিতে প্রতিটি মুমিন অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আহলে বাইতের বিশেষ মর্যাদার কারণে তাঁদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সন্দেহ নেই আহলে বাইতের কতিপয় সদস্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণ রয়েছে যা অন্য কারও নেই, একইভাবে কিছু সাহাবীর এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণ রয়েছে যা অন্য কারও নেই। অতএব যার যতটুকু মর্যাদা তাকে ততটুকু প্রদান করা আবশ্যক।

প্রসিদ্ধ হাদীসে কাসায় আহলে বাইতের সাদস্যের উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা এসেছে যার মধ্যে আহলে বাইতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন যেমন, আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুম রয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে নিকটতম কিন্তু তাঁরা তাঁর গৃহে বসবাস করতেন না। যে গৃহের সাথে আহলে বাইতের মর্যাদা সংক্রান্ত আয়াতটির বিধান জড়িত। অতএব কোনভাবেই এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, আহলে বাইত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন এই চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একইভাবে এ হাদীস দ্বারা কারো আহলে বাইতে অনুপ্রবেশ ও কারো বর্হিগমন বুঝা যায় না। বিধায় হাদীসটি দ্বারা উক্ত চারজনই আহলে বাইতের অর্ন্তগত ও উম্মাহাতুল মুমিনীন আহলে বাইত বর্হিভূত এমন কিছু প্রমাণিত হয় না। আল্লাহর রহমত অনেক প্রশস্ত। একজনের কারণে অন্য জনের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে যায় না। যদি কারও দশটি ভাই থাকে এবং সে বলে উমর, আলী, খালিদ আমার ভাই এর দ্বারা কি বুঝা যায় যে অন্য সাতজন তার ভাই নয়?

এ জাতীয় উদাহরণ আরবের প্রচলিত বাক্যালাপে অনেক রয়েছে এমন কি আল্লাহর বাণীতেও রয়েছে। যেমন-

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (সূরা আত-তাওবা: ৩৬) অর্থাৎ এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানের অর্ন্তগত। প্রতিষ্ঠিত বিধান এমন নয় যে, মাসের সংখ্যা ও হারাম মাস ৪টি। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "তারা আমার আহলে বাইত" অর্থাৎ আমার আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত।

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হাদীস কাসা দ্বারা যদি আহলে বাইতের ঐ চার সদস্যের সাথে অন্য কারও অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হয় তবে আলী ইব্‌ন হুসাইন, মুহাম্মদ আল-বাকের, জাফর সাদিক প্রমুখ কিভাবে আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত হলেন? সন্দেহাতীতভাবে কাসার ঘটনায় আহলে বাইতকে সম্মানিত করার সময় তাঁদের কোন অস্তিত্ব ছিল না।[১]

চতুর্থ বিষয়ঃ শুধুমাত্র বংশের কারণে সম্মান করা যথেষ্ট নয়। নবী পরিবারের কোন সদস্যের আল্লাহর প্রতি ঈমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ ও নিকটতম হওয়ার কারণে তাঁকে যেমন ভালবাসা আবশ্যক। ঠিক তেমনি ঐ গোত্রের মানুষ যদি অপরাধ করে তবে তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তাকে ঘৃণা করাও আবশ্যক। তাকে উম্মতে মুহাম্মাদির অন্য সদস্যের মতই মূল্যায়ন করা হবে। "যার কর্ম তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।"[২]

---

[১]. আব্দুল হাদী আল হুসাইনী, আয়াতুত তাতহীর, পৃঃ ২০।

[২]. হাদীস অংশটি ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিম আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং- ২৬৯৯।

পঞ্চম বিষয়ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলকে আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুম ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর নয়টি সন্তানের মধ্যে সীমিত করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। এই সীমাবদ্ধতা বাস্তবতা বিরোধী। এর মাধ্যমে আহলে বাইতের অনেক সদস্যের সাথে প্রবঞ্চনা হয়। তাঁদেরকে এই পবিত্র বংশনামা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট ইবাদাত, অর্থনৈতিক, সম্পর্কিত বিধান ও তাঁদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সন্তুষ্টি ও মর্যাদা থেকে বের করে দেয়া হয়। এটি নবী বংশ সংক্ষিপ্ত করার স্থান নয়।

শুধুমাত্র উক্ত কয়েকজনের মধ্যে আহাল বাইতকে সীমাবদ্ধ করা অর্থ নি:সন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ খাট করা। অথচ কল্পিতভাবে কেউ এই কাজ করতে পারে না।

তাদেরকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচারা কোথায় ?

- হামযা রাদি আল্লাহু আনহু কি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান নন ?

- তাঁর সম্মান মর্যাদার আলোচনা তবে কোথায়? তিনি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ, উহুদের শহীদ ও বদরের ঘোড় সওয়ারী নন? তাঁর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে ছিলেন যা আগে কখনও হননি।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি "আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন শহীদদের সর্দার হবেন হামযা"?[১]

[১] . মুসতাদরিকে হাকেম, ২/১২০; আলবানী সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/৭১৬, হাদীস নং-৩৭৪।

- আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু কি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান নন, তিনি কি মক্কা বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন না এবং হুনায়ন যুদ্ধে যারা দৃঢ়পদ ছিলেন তিনি কি তাঁদের অর্ন্তভুক্ত নন?

- বর্ণিত নেই কি, "আব্বাস আমার থেকে ও আমি তার থেকে ।"[১]

- নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আরও বলেননি "হে মানবমণ্ডলী! যে আমার চাচাকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল । কেননা মানুষের চাচা তার পিতার সমকক্ষ ।"[২]

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাদের সন্তানেরা কোথায় ?

- জাফর আত্তাইয়ার কি বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী কর্ম ও প্রশংসার অধিকারী নন?

- তিনি কি সেই ব্যক্তি নন যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে আমার দৈহিক ও চারিত্রিক সাদৃশ ।[৩]

- তিনি কি ইসলামের প্রতি প্রথম অগ্রগ্রামীদের একজন ছিলেন না?

- তিনি কি তাঁদের অর্ন্তভুক্ত নন যারা হাবশায় হিজরাত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরাত করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন? অতঃপর তিনি খায়বর বিজয়ের দিন মদীনায় আগমন করেন । তাঁর আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে উঠে দাড়িয়েছিলেন এবং তাঁর দুই চোখে চুম্বন করেছিলেন । বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি জানি না কোন কারণে আমি বেশি খুশি খায়বর বিজয়ে নাকি জাফরের আগমনে ।[৪]

---

[১] . তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৫৯; নাসাঈ, ৮৩৩; হাকেম, মুস্তাদরিক, ৩/৩২৫ ।

[২] . তিরমিজী, ৩৭৫৮; আহমদ ৪/১৬৫; আলবানী সিলসিলা সহীহাহঃ ২/৪৪৬ ।

[৩] . সহীহ বুখারী, ২৬৯৯ ।

[৪] . বায়হাকীঃ সুনানে কুবরা, ৭/১০১ ।

- তিনি কি ঐ ব্যক্তি নন যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার প্রান্তরে যায়িদ ইব্‌ন হারিসার পরবর্তী সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে আল্লাহর পথে প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করেন। যুদ্ধ করতে করতে তাঁর দুটি হাত কর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর হাত দুটির পরিবর্তে জান্নাতে দুটি পাখা দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বর্ণনা প্রদানের দিন থেকেই তাঁকে উপাধি দেয়া হয় তাইয়ার (অধিক উড়ন্ত)।

- যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার শাহাদাতের খবর পৌঁছায় তখন তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন এবং বলেন, আমি গত রাতে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম, আমি সেখানে দেখলাম জাফর ফিরিশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন।[১]

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রাতে জাফর ফিরিশতাদের একটি দলের সাথে আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল সে রক্ত রঞ্জিত পাখা বিশিষ্ট ছিল।[২] এগুলো সামান্য বর্ণনা যা দ্বারা তাঁর উচ্চ মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সম্মান প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর উপর রাজী খুশি হন।

- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু কি হিবরুল উম্মাহ (উম্মতের বিজ্ঞজন) ও তারজুমানুল কুরআন (কুরআনের ব্যাখ্যাকারী) নন? তাঁর জ্ঞানের বিশলতা, প্রচণ্ড উপলব্ধি শক্তি বুদ্ধিমত্তার পূর্ণতা ও মর্যাদার প্রশস্ততার কারণে তাকে 'সমুদ্রের মসি' উপাধি প্রদান করা হয়। কেন হবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দ্বীনের বুঝ ও তাবিলের জ্ঞানের দুআ করেছেন।[৩]

---

[১]. মুসতাদরিকে হাকিম: ৩/১৯৬, ২০৯; আলবানী: সহীহুল জামে, ৩৩৫৮।

[২]. মুসতাদরিকে হাকিম, ৩/২১২; আলবানী সিলসিলা সহীহাহ: ৩/২২৮।

[৩]. বুখারী ও মুসলিম।

- তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তাঁর এ অনুপম মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈগণ।

- আলি রাদি আল্লাহু আনহুর অনেক সন্তানসন্ততি ছিলেন তারা কোথায়?

- হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর অন্যান্য সন্তান কোথায়? যাদের মধ্যে রয়েছেন কুফার শহীদ যায়িদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ও তার সন্তানগণের বংশধর।

- হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর বংশধর কোথায় ?

- তাঁদের অধিকার কোথায়?

- তাঁরা কি আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত নাকি নন ?

- যদি না হন তবে কে তাদেরকে আহলে বাইতের বর্হিভূত করছে ?

- কোন দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে একাজ করা হয়েছে ?

- এ কাজের পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি?[১]

এ বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সমাধান করার স্থান এটি নয়। কিন্তু আমরা পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করলাম যে, কেউ কেউ আহলে বাইতের ইতিহাসকে যেভাবে ছোট করে উপস্থাপন করে সে ইতিহাস মূলত: তার চেয়ে অনেক বড়, মহান ও প্রশস্ত।

আহলে বাইত অনেক আল্লাহ তাঁদেরকে আরও বেশি করুন ও তাঁদেরকে বরকত দান করুন। আর তাঁরা হলেন যাদের উপর সাদকাহ গ্রহণ হারাম,তথা বনু হাশিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত হবে মুলগত নয় বরং শাখাগত এ বিষয়ে অসংখ্য দলিল প্রমান নির্দেশনা দেয়।

[১] . কাজী শায়খ সালেহ দরবেশ, আহলে বাইত ওয়া হুকুকুহুমুশ শারয়িয়্যাহ , পৃষ্ঠা (৯-১২)।

তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে বিবাহের পূর্বে আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন না। বিভিন্ন গ্রন্থের নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনা ও পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় আহলে বাইত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর কয়েকজন সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুহাম্মদ ইব্ন সুায়মান কুফী বর্ণনা করেন, হুসাইন ইব্ন উকবাহ যায়িদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞেস করেন, আহলে বাইত কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত? উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর আহলে বাইত হিসেবে গণ্য। তবে আহলে বাইত তাঁরাই যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম। হুসাইন তাঁকে বললেন, হে যায়িদ তাঁরা কারা? তিনি বললেন, তারা হলেন, আলী পরিবার, জাফর পরিবার, আকীল পরিবার ও আব্বাস পরিবার।[১]

হুল্লীও একই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী **"নিকটতমদের জন্য"** (সূরা আল হাশার: ৭) এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতমরা। আর তাঁরা হলেন, আলী পরিবার, জাফর পরিবার, আকীল পরিবার ও আব্বাস পরিবার, তাঁদের সাথে অন্য কেউ শরীক নয়। এটিই সহীহ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার সংক্রান্ত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ব্যাপারে তাদের নিকট বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা ও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে প্রমাণিত।[২]

সাদুক বর্ণনা করেন, আলী আলাইহিস্ সালাম বলেন, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয়ই আপনি আকীলকে বেশী ভালবাসেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ অব্যশই, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে দুই দিক থেকে ভালবাসি, তাঁর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর জন্য আবু তালিবের ভালবাসার প্রেক্ষিতে ভালবাসা। নিশ্চয় তাঁর সন্তান তোমার সন্তানের

[১]. আল-মাজলিসী, বাহহারুল আনওয়ার,২৫/১১৬।

[২]. আল হুল্লী, উমদাতুল উয়ুন সিহাহুল আখবার, পৃষ্ঠা-৬-৭।

ভালবাসায় নিহত হবে ..... আমি আল্লাহর কাছে আমার পরিবার যে অবস্থার মুখোমুখি হবে তাঁর জন্য অভিযোগ করব।[১]

অতএব, আকীল ও তাঁর সন্তানেরা পবিত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

ষষ্ঠ বিষয়ঃ সন্দেহপূর্ণ ইতিহাসের এমন অনেক বিক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে যা থেকে এ ধারণা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগ থেকে উমাইয়া এমনকি আব্বাসীয় খেলাফাত আমল পর্যন্ত যুগ পরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্তে আহলে বাইত অনেক জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আহলে বাইতের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে জেল অথবা হত্যা অথবা নির্বাসন অথবা বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অন্যায় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

দুভাবে এর জবাব দেয়া যায়ঃ

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি যে ব্যাপারে কারও কোন মতভেদ নেই বরং তা ইজমা বা ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে যে, আহলে বাইতের সম্মান ও মর্যাদা স্বীকৃত। তাঁদের মর্যাদা ও নৈকট্য মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁদের ব্যাপারে তাঁর অসীয়াত থেকে সাব্যস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার আহলে বাইত, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার

[১]. আমালী আত্তুসী, পৃষ্ঠা: ১৯১; আল মাজলিসী, বাহহারুল আনোয়ার, ২২/২৮৮, ৪৪/২৮৭।

আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[১]

আহলে বাইতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস, আকীদা, ফিক্হ, জীবনী ও জীবনচরিতের বিভিন্ন গ্রন্থে সম্পৃক্ত স্থানে গ্রন্থকারগণ আলোচনা করেছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁদের মর্যাদা সংক্রান্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে, আকীদার গ্রন্থসমূহে তাঁদের সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা বিষয়ে বিশেষ অধ্যায় রয়েছে। ফিকহের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান যেমন তাঁদের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এসেছে। জীবনী ও জীবনচরিতের গ্রন্থসমূহে তাঁদের আলোচনা তাঁদের জীবনী ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

তাঁদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এটিই। স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কখনোই এ মূলনীতির কার্যকরিতা বাতিল হবে না। যখন আমরা ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করি তখন দেখি কতিপয় ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কর্তৃক আহলে বাইতকে কোনঠাসা করে রাখার যে দাবি করেন তা অসত্য। যা শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইব্ন যায়িদ (রহ.)-এর আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া বলেন, যে ব্যক্তি হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে অথবা তাঁর হত্যার কাজে সহযোগিতা করেছে অথবা তাতে খুশি হয়েছে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও মানবজাতির অভিশাপ।[২]

---

[১]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪২৪।

[২]. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৪/৪৮৭।

অতএব কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে আহলে বাইতের স্বচ্ছ ইতিহাসকে বিকৃত করবে এবং মিথ্যা বর্ণনা বা কল্প কাহিনীর উপর ভর করে তাঁদেরকে ভালবাসবে। যেমন মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছে ইস্পাহানী তার 'মাকাতিলুত তালিবীন' গ্রন্থে। ঐ ব্যক্তির কর্ম আশ্চর্যজনক যে ইস্পাহানীর গ্রন্থের উপর নির্ভর করে। তার প্রণীত 'মাকাতিলুত তালিবীন' শিরনামের গ্রন্থটি অসত্য বাতিল ও মিথ্যা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উপর এ জাতীয় অভিযোগ আরোপের পূর্বে এটা জানা আবশ্যক যে ইস্পাহানীর এ সব বর্ণনা প্রমাণ করা যে কোন লেখকের অসাধ্য।

খুলাফায়ে রাশেদুন কর্তৃক আহলে বাইতকে সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনা সম্বলিত অসংখ্য ঐতিহাসিক আলোচনা ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

আবুবকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বলেন; "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আহলে বাইতের মাধ্যমে সম্মান কর।"[১] তিনি আরও বলতেন, "যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমার নিকটতমের সাথে উত্তম ব্যবহার করার চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতমদের সাথে উত্তম ব্যবহার আমার কাছে অধিক প্রিয়।"[২]

তিনি আলী ও ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি আমার ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর পরিবার-পরিজন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আপনারা তথা আহলে বাইতের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন কারণে পরিত্যাগ করিনি।"[৩]

---

[১]. বুখারী, বাবু মানাকিবে হাসান ওয়া হুসাইন, ৩৭১৩।

[২]. বুখারী, বাবু মানকিবে কিরাবাতুর রাসূলুল্লাহ, ৩৭১২; বাহহারুল আনওয়ার, ৪৩/৩০১।

[৩]. সুনানে কুবরা, ৬/৩০১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫/২৫৩।

এমনকি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর এক স্ত্রী আসমা বিন্ত উমাইসকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর গৃহে প্রেরণ করেন ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা অসুস্থ হলে তাঁর পরিচর্চার জন্য। তিনি (আসমা) ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার গোসল প্রদান ও কাফন পরিধানে অংশগ্রহণ করে।[১]

উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূলের কন্যা! আমাদের কাছে আপনার পিতার চেয়ে সৃষ্টিজীবের অন্য কেউ প্রিয় নয়। আপনার পিতার পর আপনার চেয়ে সৃষ্টিজীবের অন্য কেউ আমাদের কাছে প্রিয় নয়। [২]

উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর পরে কে খলিফা হবে সে বিষয়ে যে দলটির নাম প্রস্তাব করেন তার মধ্যে আলী রাদি আল্লাহু আনহুকেও অর্ন্তভুক্ত করেন।
তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেন।[৩]

খলিফা রাশিদুনের তৃতীয় খলিফা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থাও একই। তার জীবন চরিত্রের অনেক অধ্যায় আহলে বাইতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁদের মধ্যকার এ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তাঁর শাহাদাতের দিন আলী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানগণ তাঁর গৃহেই অবস্থান নিয়েছিলেন তাঁর বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্য। তাঁদের প্রতি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর ভালবাসা ও তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসাই সেদিন তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল।[৪]

---

[১]. দ্রষ্টব্য, ইব্ন আব্দুল বার, আল- ইস্তিয়াব: ৪/৩৭৮; সালাবী, আসমাল মাতালিব, পৃ: ১৬০।

[২]. মাসনাফে ইব্ন আবু শায়বা, ১৪/৫৬৭।

[৩]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৫/২২০; যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ১/১৬৬।

[৪]. ইব্ন আসাকির, তারিখে দামিশক, ১/৪০২; তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ, ৮/১২৮।

বর্ণিত আছে, বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করতে আসেন, তাঁর সাথে ছিলেন মুসা ইব্ন জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবু তালিব। হারুন-অর-রশিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের কাছে এসে অন্যান্য মানুষের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে বলেন, হে আমার চাচাত ভাই! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা তিনি আব্বাস ইব্ন মুত্তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর বংশের অধ:স্তন পুরুষ ছিলেন। তখন মুসা ইব্ন জাফর এসে বললেন, হে আমার পিতা! (পূর্বপুরুষ) আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হারুন-অর-রশিদ তাঁর দিকে তাকালেন ও বললেন, নি:সন্দেহে এটিই বড়ত্ব প্রকাশের বিষয়।

হারুন-অর-রশিদ বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষ ধারণা করে, আমার মধ্যে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে ঘৃণা রয়েছে। আল্লাহ শপথ! আমি তাঁকে যতটুকু ভালবাসি অন্য কাউকে ততটুকু ভালবাসি না।[১]

ন্যায়পরায়ণ খলীফা উমর ইব্ন আব্দুল আযীয ফাতিমা বিন্ত আলী ইব্ন আবু তালিবকে বলতেন, হে আলী কন্যা! আল্লাহর শপথ! ভূপৃষ্ঠে আপনাদের আহলে বাইতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কিছুই নেই। নি:সন্দেহে আপনারা আমার পরিবার পরিজনের চেয়েও অধিকপ্রিয়।[২]

তপস্যা ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, অমুকে সবচেয়ে তাপস কেউ বলেন অমুকে। কিন্তু উমর ইব্ন আব্দুল আযীয বলেন, অধিক তপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু।[৩]

---

১. সূয়তী, তারিখে খুলাফা, পৃ: ২৯৩।

২. ইব্ন সায়াদ, তাবাকাত আল কুবরা, ৫/৩৮৮।

৩. ইব্ন জাওযী, সীরাতু উমর পৃ: ২৯২।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি বিশেষত উম্মতের সৎ ব্যক্তি ও আলিমগণকে মহান আল্লাহ জান্নাতে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান উচ্চ করার জন্য দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপদাপদের মুখমুখি করেছেন। আহলে বাইতের কেউ যদি অত্যাচার নিপীড়ন, আহত, নিহতের মুখমুখী হয়ে থাকেন যেমন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু তবে তা ঐ স্বীকৃত প্রকৃতিরই অংশ যে, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন"। এটি শুধুমাত্র আহলে বাইতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আহলে সুন্নাতের অনেক আলিমের উপরও জুলুম নির্যাতন, হুলিয়া এসেছে। যেমন সাইদ ইব্ন যুবাইর, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ প্রমূখ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।

জুলুম নির্যাতন আল্লাহর নবীগণের উপর এবং তাঁদের পরবর্তী নেককার বান্দাদের উপর জারি ছিল। এই তো দানিয়াল আলাইহিস্ সালাম যাঁর উপর সিংহ লেলিয়ে দেয়া হয় এবং বিভিন্ন ধরণের জুলুম নির্যাতন করা হয়। জালিম শাসক বাখতে নসর তাকে কারারুদ্ধ করে সেখানে দুটি সিংহ প্রবেশ করায়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের থেকে তাঁকে হেফাজত করেন।[১]

একইভাবে আল্লাহর নবী ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের ছেলে হারানোর ঘটনা, আল্লাহর নবী যাকারিয়া, অবাধ্য ফিরাউনের সম্মুখে মুসা আলাইহিস্ সালাম ইয়াহুদীদের সাথে ঈসা আলাইহিস্ সালাম এবং মক্কার কুরাইশ ও কাফিরদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাহিনী অনেক প্রসিদ্ধ যা সকলের জানা।

তাঁদের পরে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীগণ। তাঁরা তাঁদের বাড়ী ঘর ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের ধন-সম্পদ ও

[১]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/৪২৮।

পরিবার পরিজন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরও তাঁদের উপর এ ধারাবাহিকতা চলমান ছিল। উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু ফজরের নামায রত অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষের খঞ্জরের আঘাতে নিহত হন। উসমান রাদি আল্লাহু আনহু নিজ গৃহে কুরআন তিলাওয়াত রত অবস্থায় নিহত হন। আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহু ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে মানুষকে আহবান করছিলেন, হে মানব মণ্ডলী! নামায! নামায!! সে অবস্থায় তিনি নিহত হন। এভাবে অনেক বড় বড় সাহাবী, আলিম ও পূণ্যবান বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, মুসিবত ও জুলুমের শিকার হয়েছেন।

ইমাম আওযায়ী আল্লাহদ্রোহী শাসক কর্তৃক নির্যাতনের মুখমুখি হন এবং তাঁকে হত্যার উপক্রম হতে হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রসিদ্ধ বাদশা মুতাসিম কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন। সে তাঁকে এমন চাবুক মরে যে তার পিঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং চামড়া খসে খসে পড়ে। সে তাঁকে কারাগারে অন্তরীণ রাখে ও তাঁর জন্য সবকিছু সংকীর্ণ করে দেয়।[১]

সুলতানুল উলামা ইমাম ইযয ইব্ন আব্দুস সালামকে আমীর ইসমাঈল গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করে রাখে এবং তার উপর নানাভাবে নির্যাতন করে।

ফাতেমী শাসকরা যখন মিসর জয় করে তখন তারা সেখানকার আলিমগণকে নানাভাবে নির্যাতন করে। সে সব আলিমগণের মধ্যে ছিলেন আবু বকর নাবলাসী। তারা প্রথম দিন তাঁকে মারপিঠ করার নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় দিন তাকে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেয় এবং তৃতীয় দিন তাঁর চামড়া ছুলে গোশত থেকে তা পৃথক করার নির্দেশ দেয়।[২]

---

[১]. ইব্ন জাওযী, সীরাতে ইমাম আহমদ পৃ- ১৫৮।

[২]. আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহর পার্শ্বটিকা, ১১/২৮৪; যাহাবী, আল ইবরু সী খবরে মিন গাবরে, ২/৩৩৬।

ইমাম নাঈম ইব্ন হামাদ কারগারে লোহার বেড়ি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। শাসকগোষ্ঠী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে পশু টেনে নিয়ে যাওয়ার মত টেনে হেচড়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় কুপে নিক্ষেপ করে, তারা তাঁকে গোসলও দেয়নি।[১]

ইমাম হারবী আল আনসারী বলেন, আমি পাঁচ পাঁচবার তরবারীর (ফাসির) মুখমুখী হয়েছি, একবারও আমাকে বলা হয়নি যে, তুমি তোমার মত প্রত্যাহর কর বরং বলা হয়েছে, যারা তোমার বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে তুমি চুপ থাক, আর আমি বলেছি আমি চুপ থাকব না।[২]

এভাবে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণের উপর জুলুম নির্যাতন এসেছে, একইভাবে অন্যদের উপরও এসেছে অনেক বড় বড় বিপদ। রাষ্ট্রপক্ষ সব সময়ই তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে থাকে যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

[১]. যাহাবী, আলমুন নুবালা, ১০/৬১০।

[২]. পূর্বোক্ত, ১৮/৫০৯।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

যে ব্যক্তি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র পেতে চান সে সনদ সম্বলিত ঐতিহাসিক ও আধুনিক গ্রন্থাবলী বিশেষত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত্রের গ্রন্থসমূহে তা পেতে পারেন। তাই ঐ গ্রন্থসমূহের লেখকগণ এর ভূমিকায় তার বিশুদ্ধতার শর্ত আরোপ করে থাকুক অথবা কোন বর্ণনা উল্লেখ পূর্বক পার্শ্বটিকায় তার শুদ্ধতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকুক। যে কোন গবেষণা ও বর্ণনার শুদ্ধতার নিরুপনের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট হয়। আর যদি লেখকগণ সনদসহকারে বর্ণনা উল্লেখ করে ঠিকই কিন্তু সনদের (শুদ্ধতা/ দুর্বলতার) কোন অবস্থা বর্ণনা না করে তবে সেক্ষেত্রে এর শুদ্ধতার ব্যাপারে অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

* ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন ও রচনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কতিপয় ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. আত্তাবাকাত আল-কুবরা, লেখক- ইব্ন সায়াদ, মৃত্যু- ২৩০ হিঃ

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটি। কেননা তিনি তার গ্রন্থে কোন বর্ণনা সন্নিবেশিত করলে তা সনদ সহকারে করেছেন। পাঠক যদি যোগ্য হন তবে শুধুমাত্র সনদগুলো বিশ্লেষণ করবেন। এই গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি সীরাতুন নবী, ইসলামের ইতিহাস ও জীবনীর প্রাচীন গ্রন্থ। গ্রন্থের লেখক হিজরী ২য় শতাব্দীর। তিনি এ গ্রন্থে ওয়াকেদী[১] ও অন্যান্য দুর্বল ও পরিত্যাক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল না সে বিষয়ে অভিজ্ঞদের কাছে জেনেছেন যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

---

[১]. মুহাম্মদ ইব্ন উমর ওয়াকেদী, আবু আব্দুল্লাহ মাদানী, তার ব্যাপারে আলিমগণের মতামতের সারসংক্ষেপ হল, তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন যাহাবী (আল মুগনী, ২/৬১৯), তিনি বলেন, "তাঁর বর্ণনা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সকলে একমত"। হাফিজ ইব্ন হাজর তার আত-তাকরীব গ্রন্থে (পৃ: ৪৯৮) বলেন, তার জ্ঞানের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তার বর্ণনা পরিত্যাক্ত। তিনি ২০৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২]. ড. জামাল ইব্ন ফারহান সাওলী তার পি.এইচ.ডি থিসিস 'আল আহাদীস ওয়াল আছার আল ওয়ারিদা ফী কিতাবি আত্তাবাকাত আল কুবরা লি ইব্ন সায়াদ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২. তারিখে খলিফা ইব্ন খাইয়াত:

এটি তাবাকাতের চেয়ে আকারে ছোট হলেও এর মূল বর্ণনা ফেতনা সৃষ্টির আশংকা মুক্ত এবং সাহাবীগণের সময় কালের অধিকাংশ ঘটনার ব্যাপারে নিরাপদ ।

৩. তারিখুল উমাম ওয়াল মূলুক; যা তারিখে তাবারী নামে খ্যাত :

গ্রন্থটি বিভিন্ন বর্ণনা, তথ্য ও বাণীর মহা সমাবেশ । কিন্তু তিনি শুদ্ধ অশুদ্ধ সবকিছুই এতে সন্নিবেশিত করেছেন । তবে তার উপর কোন অভিযোগ নেই এই কারণে যে, তিনি তার বর্ণনাগুলোর যথাযথ সনদ উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি বর্ণনার সূত্র উল্লেখ করল সেতার শুদ্ধতার জিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে গেল । এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করছি ।[১]

৪. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইমাম হাফিজ ইব্ন কাসির:

তিনি প্রসিদ্ধ তাফসীরুল কুরআনিল আজীম গ্রন্থেরও প্রণেতা । যদিও পূর্বের কিছু তথ্য গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থের কিছু বর্ণনা সংগ্রহ করা হয়েছে তবুও ঐতিহাসিক বিভিন্ন

---

[১] . এই গ্রন্থ অধ্যায়নের পূর্বে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত গবেষণা কর্মগুলো অধ্যায়নের সুপারিশ করছি:

১. "মারওয়িয়াত আবী মেখনাফ লুত ইব্ন ইয়াহইয়া আযদী ফী তারিখে তাবারী: আসরুল খুলাফা আর রাশিদা" লেখক- ড. ইয়াহইয়া ইব্ন ইবরাহীম আল ইয়াহয়ী, রিয়াদ, দারুল আসেমা, প্রথম প্রকাশ ১৪১০ হিজরী ।

২. 'তাহকীক মাওয়াকিফুস সাহাবা ফীল ফিতনাতি মিন মারওয়িয়াত ইমাম তাবারী ওয়াল মুহাদ্দিসীন" লেখক- ড. মুহাম্মদ আমহাযুন, দারু তাইয়্যেবা ওয়া মাকতাবাতুল কাওসার, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৫ হিজরী ।

৩. 'ইসতিশহাদ উসমান রাদি আল্লাহু আনহু ওয়া ওয়াকিয়াতুল জামাল ফী মারওইয়াত সাইফ ইব্ন উমর ফী তারিখে তাবারী, লেখক- ড. খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ আল গাইছ দারুল আন্দালুস, জিদ্দা, ২য় প্রকাশ ।

৪. মারওয়িয়াত খিলাফত মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু ফী তারিখে তাবারী: দিরাসা নাকদিয়া", লেখক- ড. খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ ঐ ।

বর্ণনার শুদ্ধতা বা দুর্বলতার উপর ইব্ন কাসীরের টিপ্পনি বিশেষভাবে গুরুত্বের দাবিদার। কেননা তিনি একাধারে হাদীস ও উসূলে হাদীসেরও ইমাম ছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থের সবচেয়ে ভাল প্রকাশনাটিও আব্দুল্লাহ তুর্কীর তত্ত্বাবধানে দারু হিজর থেকে প্রকাশিত।

৫. তারিখে দামিশক, ইব্ন আসাকিরঃ

সাহাবীগণের আমল থেকে শুরু করে গ্রন্থটি প্রণয়নের সময়কাল পর্যন্ত যে সব জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির দামেশক সংশ্লিষ্টতা ছিল সে সব বর্ণনার এক মহাসমাবেশ এটি। এ গ্রন্থটি প্রতিটি ঘটনার সনদ উল্লেখ করায় বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

৬. তারিখুল ইসলাম, শামসুদ্দীন যাহাবীঃ

এটি বড় উপকারী একটি গ্রন্থ। আমাদের ইসলামের ইতিহাসের পরিপূর্ণ ঘটনা এতে বিধৃত হয়েছে। কতিপয় বর্ণনা, তথ্য, হাদীস ও ঐতিহাসিক আলোচনার উপর ইমাম যাহাবীর বিশ্লেষণের কারণে গ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। ইমাম যাহাবী ইলমে হাদীস ও জারহ ওয়া তাদীলের একজন অভিজ্ঞ আলিম এমনকি এ বিষয়ের একজন ইমাম ছিলেন। ড. বাশার আওয়াদ মারুফ এ গ্রন্থটির বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রকাশটিই এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭. সীরু আলামুন নুবালা, হাফিজ যাহাবীঃ

এটি একটি উপকারী গ্রন্থ। প্রথম সাহাবী থেকে শুরু করে লেখকের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে ইসলামের ইতিহাসের নেতৃস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনী এতে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পবিত্র সীরাতুন নবুবিয়্যাহ এর উপর একটি বিশেষ অধ্যায় ও খুলাফায়ে রাশিদুনের ইতিহাসের উপর বিশেষ অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটির সবচেয়ে ভাল প্রকাশ মুআসসালাহ রিসালাহর।

৮. তারিখুল মদীনাহ, ইব্ন শাবাহঃ

এটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী একটি গ্রন্থ। ইব্ন শাবাহ (রহ.) বর্ণনায় গুরুত্বপ্রদান করেছেন। গ্রন্থটিতে উসমান ইব্ন আফফান রাদি আল্লাহু আনহুর সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তবে এর মূল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় কিছু কিছু অধ্যায় বাদ পড়েছে। যেমন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত কালের বর্ণনা এ গ্রন্থে নেই।[১]

৯. তারিখে ইব্ন খালদুন।

১০. আল মুনতাজেম ফীত্ তারিখ, ইব্ন জাওযী।

১১. আল-আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম, আবু বকর ইব্ন আরাবী

এ গ্রন্থটির বিশ্লেষণ ও এর উপর টিকা প্রণয়ন করেন শেখ মহিউদ্দিন আল খতীব। প্রথমত গ্রন্থটির প্রণেতা ইসলামের ইমামগণের অন্যতম ইমাম হওয়ায় এবং দ্বিতীয়ত: গ্রন্থটিতে বর্ণিত দলিল-প্রমাণ, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উপযুক্ত জওয়াব ইত্যাদি কারণে এটি সাধারণ ও বিশেষ সব শ্রেণীর মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে অসংখ্যবার এর মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি এ সংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে অনন্য। এ গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ ও যুক্তির নিরিখে সে সব সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে।

এগুলো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম যাতে ইসলামের ইতিহাস স্বচ্ছভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এছাড়াও নতুন পুরাতন অনেক গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রণীত হয়েছে।

---

[১]. মুহাম্মদ সামেল আসসালমী, মানহাজ কিতাবাতুত তারিখ আল ইসলামী।

এক্ষেত্রে এ ইঙ্গিত প্রদান করা আবশ্যক যে, এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা ইতিহাস গ্রন্থ নয়। কিন্তু তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা, ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক তথ্যাবলী, বিশেষত প্রথম যুগের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যেমন হাদীসের গ্রন্থাবলী মুসনাদ, মাআজিম ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল:

১। সহীহ ইমাম বুখারী

২। সহীহ ইমাম মুসলিম

৩। সুনানে আরবা আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী ও ইব্ন মাজাহ ।

৪। মুসনাদ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল

৫। মুসান্নাফ, ইব্ন আবু শায়বা

৬। আল মুসতাদরাক, হাকেম নিসাপুরী।

*** একইভাবে সাহাবীগণের (যাদের মধ্যে আহলে বাইতও অর্ন্তভুক্ত) জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল:**

১. আল ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, ইব্ন আব্দুল বার।

২. উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা, ইব্নুল আসীর।

৩. আল ইসাবাহ ফী তামইযুস্ সাহাবা, ইব্ন হাজর আসকালানী।

এসব গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও বর্ণনা সন্নিবেশিত। এ প্রসঙ্গে আমরা আবারও উল্লেখ করছি যে, এ সব তথ্য, বর্ণনা বা আলোচনা চাই তা ইতিহাস গ্রন্থে বা বুখারী মুসলিম ছাড়া অন্য হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হোক তার সনদকে জারহ ওয়া তাদীলের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে যে তা শুদ্ধ নাকি দুর্বল।

*** আধুনিক গ্রন্থাবলী:** বর্তমান সময়ের কতিপয় গবেষক বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার সমালোচনা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুর্বল ও সহীহ বর্ণনা চিহ্নিত করেছেন। **এই সব গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখানে আমরা উল্লেখ করছি। যেমন-**

ড. আলী ইব্ন মুহাম্মদ সালাবীর সিরিজ গ্রন্থাবলী ।

১. আল ইনশিরাহ ওয়া রাফউদ দাইক ফী সীরাতে আবি বকর সিদ্দীক।

২. ফসলুল খাত্তাব ফী সীরাতে আমিরুল মুমিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব।

৩. তাইসীরুল কারীমুল মান্নান ফী সীরাতে উসমান ইব্ন আফফান।

৪. আসমাল মাতালিব ফী সীরাতে আমিরুল মুমিনীন আলী ইব্ন আবু তালিব।

৫. আমিরুল মুমিনীন হাসান ইব্ন আলী শাখসিয়্যাতুহ ওয়া আসরুহু।

৬. মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান।

৭. উমর ইব্ন আব্দুল আযীয।

৮. দাওলাতুল উমুইয়্যাহ আওয়ামিলুল ইযদেহার ওয়া তাহাইয়াতুল ইনহিয়ার।

****

*** এছাড়াও এ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন-**

১. মাওসুয়াতুত তারিখ আল-ইসলামী, মাহমুদ মুহাম্মদ শাকের।

২. ইসলামী ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত মাহমুদ মুহাম্মদ শাকেরের সিরিজ গ্রন্থাবলী।

৩. সীরাতে সাইয়্যেদাহ আয়িশা উম্মূল মুমিনীন, নদভী।

৪. আহদাস ওয়া আহাদীস ফিতনাতুল হারাজ, ড. আব্দুল আযীয দুখতান।

এ গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ফিতনার ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ ও এসব বিষয়ে সাহাবীগণের অবস্থান। এ সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা এসেছে তার সমালোচনামূলক অধ্যায়ন। এতদসঙ্গে ফিতনার সংগা এ ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান, এর কারণ ও প্রভাব, এ ব্যাপারে মুসলিম ব্যক্তির অবস্থান ইত্যাদি আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত তার পি.এইচ ডির অভিসন্দর্ভ যা শারজার মাকতবাতুস সাহাবা থেকে প্রকাশিত।

৫. হিকাবাতু মিনাত্ তারিখ, শাইখ উসমান আল খামীস।

গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক গ্রন্থাবলীর একটি। গ্রন্থকার এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর থেকে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর শাহাদাত পর্যন্ত সময়কাল সংক্রান্ত বিভিন্ন সহীহ ও শুদ্ধ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করে তার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। গ্রন্থটি বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে ভাল প্রকাশ হল মিসরের ইসমাঈলিয়্যাহর মাকতাবাতে ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রকাশ।

৬. তাহকীক মাওকাফুস সাহাবা মিনাল ফিতান, প্রণেতা- ড. মুহাম্মদ আমহাযুন, এটি মূলত তার পি.এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ। গ্রন্থকার এতে খলিফা রাশেদুনের চার খলিফার রাজনৈতিক আমলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ও তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করেছেন। এটি রিয়াদের মাকতাবাতুল কাওসার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৭. আসরুল খুলাফা আর্‌রাশিদাহ, আকরাম জিয়া উমরী, গ্রন্থটি শিথিলতা ও কঠোরতা থেকে দূরে থেকে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ সমালোচনাকারী। মাকতাবাতে ইবিকান থেকে এর চতুর্থ প্রকাশ বের হয়েছে।

৮. আখতা ইয়াজিবু আন তাসাহ্হাহা মিনাত তারীখ, ড. জামাল আব্দুল হাদী ও ড. ওয়াফা জুমআ। এটি একটি সিরিজ যাতে কতিপয় লেখক ও পাঠকের নিকট প্রসিদ্ধ ভুল তথ্য ও তাৎপর্য অর্ন্তভুক্ত করেছে যে সব তথ্য আমাদের মহান ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে।

৯. তারিখুল ইসলামী, মাওয়াকেফ ওয়া ইবার, ড. আব্দুল আযীয হুমাইদী।

১০. আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা ওয়া আসারুহু ফী আহদাসিল ফিতনা ফী সাদরিল ইসলাম, শাইখ সুলায়মান আওদাহ।

১১. লিমাজা ইয়াযিফুনাত তারিখ ওয়া ইয়াবিছুনা বিল হাকাঈক, ইসমাঈল কীলানী।

১২. আছারুল হাদীস ফী নাশাতিত তারিখ ইনদাল মুসলিমীন, ড. বাশশার আওয়াল মারুফ।

১৩. মানহাজ কিতাবাতুত তারিখ আল ইসলামী, মুহাম্মদ সামিল সালমী ।

১৪. আবু মেখনাফ ওয়া দাওরুহু ফী নাশাতিল কিতাবাতিত তারিখিয়্যাহ, আলী কামিল আল ক্বিরআন।

১৫. আল-মুয়াররিখুনাল আরব ওয়াল ফিতনাতিল কুবরা, ড. আদনান মুলহেম।

১৬. মারওয়ায়াতে আবি মেখনাফ ফী তারিখে তাবারী, ড. ইয়াহইয়া ইবরাহীম আল-ইয়াহয়ী।

১৭. ইলামুল আনাম বিমা ইয়াজিবু নাহউল আলাম, মুহাম্মদ আব্দুল হালীম হাসওয়ানাহ।

পঞ্চম অধ্যায়

যেসব গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে

এ পরিসরে আমরা কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করব যেগুলো অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও তা থেকে তথ্য বর্ণনা করার সময় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা পূর্ববর্তী নীতিমালা অবগত হওয়া বা গ্রন্থকারের পদ্ধতি জানা ব্যতীত তা পাঠ করা বা গবেষণার মৌলিক সূত্র হিসেবে গ্রহণ করার কারণে অনেক গবেষক কাদর্য ভুলে ও বড় ধরনের ক্ষতির মুখমুখী হয়ে থাকেন যার কারণে মুসলিম উম্মাহর সভ্যতার অনেক অপচিত্র অংকিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থগুলো কৌতুকের গ্রন্থ বা এমন সাহিত্য যা বিষ মিশ্রিত মধু। এসব গ্রন্থের গ্রন্থকার রসগল্প ও কৌতুক বিশেষজ্ঞ। যেসব বর্ণনার মধ্যে তারা মজা পেয়েছে তাই গ্রহণ করেছে কিন্তু তা সত্য না মিথ্যা তা পরীক্ষা করেনি।

আমরা বিভিন্ন বর্ণনা ও তথ্য যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে[১], সাহাবীগণ ও আহলে বাইত সংক্রান্ত ঐ সব বর্ণনা, আলোচনা, তথ্যে যদি তাঁদের তাপস্যা, বিরত্বগাঁথা, মর্যাদা, কুরবানী, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক সৈন্দর্য্য, সুন্দর আচরণ সম্পৃক্ত আলোচনা বিধৃত হয় ও তার বিষয়বস্তু ইসলামী শরীআতের সাধারণ নীতিমালার বাইরে না যায় বা স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেকের কাছে অগ্রাহ্য না হয় তবে তা উল্লেখ করা, অন্যের কাছে বর্ণনা করা বা লেখার মধ্যে কোন দোষ নেই। কেননা তা শরীআতের মৌলিক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং তা বর্ণনা করাতে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মর্যাদায় কোন খারাপ প্রভাব পড়ে না।

আর যেসব বর্ণনা ঝগড়া-ফাসাদ বা সংকটময় অবস্থা সংক্রান্ত অথবা আহলে বাইত ও সাহাবীগণের মর্যাদাহানীকর অথবা ইসলামী শরীআতের সাধারণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক অথবা এমন সব কালিমা যুক্ত যা খারাপ স্বাভাবকে জাগ্রত করে তার সনদের ব্যাপারে সুক্ষ্মভাবে নজর রাখতে হবে এবং ন্যায় বিচারের কাঠগড়ায় তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা সাহাবী ও নবী পরিবারের ব্যাপারে

[১]. দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং- ২৭।

অন্যায় আচরণ মানে শরীআতের উপর কলংক লোপন। বিশেষত: এসব গ্রন্থ নবী পরিবার ও সাহাবীগণ ইতিহাসের কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে ঐ শ্রেষ্ঠ পূণ্যবান প্রজন্মের স্বচ্ছ ইতিহাসের যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাই যথেষ্ট।

*** যেসব গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় আমরা সতর্কতা অবলম্বন করব তার মধ্যে:**

১- আগানী, আবুল ফরজ ইস্পাহানী:

এটি কৌতুক, কবিতা ও বিনোদনের এক রসাত্মক গ্রন্থ। কোন ভাবেই তা ইতিহাস গ্রন্থ হতে পারে না। ইস্পাহানী অনেক মিথ্যা ও রঙ্গ বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন এ গ্রন্থে। জঘন্য শুঊবীদের সমর্থনে ঐ গ্রন্থ উম্মাতের খলীফা ও আহলে বাইতের কতিপয় ব্যক্তিত্ব যেমন সুকাইনা বিন্ত হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর উপর অপবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ইসলামী সমাজ যে খোদায়ী উত্তরাধিকার ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সুদৃঢ় দেয়াল টপকিয়ে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটানো। এরপর ইসলামী সমাজকে তার অতীত গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যাতে মুসলিম উম্মাহ তাঁর প্রকৃত ইতিহাস হারিয়ে কৃত্রিম ও বিকৃত ইতিহাস গ্রহণে প্রস্তুত হয়। যা ইস্পাহানী ও অন্যান্যরা ইচ্ছা করেই সন্দেহের স্থানে টেনে নিয়ে এসেছে। আর তারা এ কাজ করেছে আহলে বাইতের ইতিহাস অধ্যায়নের সময় পাঠক যে পবিত্র অনুভূতি পেত তা উধাও করার মাধ্যমে।

ইস্পাহানী তার আগানী গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা ও তথ্য উপস্থাপন করতে যেয়ে অনেকস্থানে ইসলামের সম্মান ও পবিত্রতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ ভালভাবে অনুধাবন করবে তার কাছে এটি স্পষ্টহবে। নবীগৃহের অনেক সম্মান সে কাদর্যতায় রুপান্তরিত করেছে। যে সম্মান মুসলিমের অন্তরের ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদা, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্থান দখল করে আছে। ইস্পাহানী রাসূলুল্লাহ তনয়া

ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার পৌত্রী ও ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যা সুকাইনাকে এমনভাবে রূপায়ন করেছে যা থেকে একজন সাধারণ মুসলিম নারীও বেঁচে থাকতে চায়। সেখানে জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যার পক্ষে তা কিভাবে সম্ভব?

এ আকৃতির অন্যতম যা ইস্পাহানী তার গ্রন্থ আগানীতে (১৩/৪২) উল্লেখ করেছে যে, একজন গায়ক যে আল্লাহ কাছে তাওবা করে ও গান-বাছনা ছেড়ে ইবাদাতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করে সুকাইনা রাদি আল্লাহু আনহা তাকে ফুসলিয়ে আনেন। অর্থাৎ এর দ্বারা ইস্পাহানী বুঝাতে চাচ্ছে সুকাইনা রাদি আল্লাহু আনহা ঐ গায়কের তওবার কারণে মনক্ষুন্ন ও বিষন্ন হয়েছিলেনএবং পুনরায় তাঁর কাছে গান পরিবেশনের জন্য তার ফিরে আসা প্রত্যাশা করছিলেন। অথার্ৎ তিনি ঐ গায়ককে পুনরায় অন্যায়ের পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছিলেন, (নাউজু বিল্লাহ)।

এ জাতীয় অনেক মিথ্যা গল্প ও কল্পকাহিনী। অথচ ইস্পাহানী ভুলে গিয়েছিল বা তাকে ভুলে দেয়া হয়েছে যে, কারবালার মর্মান্তক ঘটনায় সুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহার পিতার শাহাদাত ও তাঁর পরিবারের অবর্ণনীয় দুরাবস্থার পর তাঁর কী হয়েছিল। যেখানে এ অমানুষিক ঘটনা প্রতিটি সুস্থ বিবেককে হতভম্ব করেছিল প্রতিটি মানব হৃদয়ে রক্ষক্ষরণ ঘটেছিল। সেখানে সুকাইনা বিনত হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহার অন্তরের অবস্থা কেমন হয়েছিল?[১]

একইভাবে ইস্পাহানী আরও অনেক নিকৃষ্ট কাজের আঞ্জাম দিয়েছে তার ঐ কথিত গ্রন্থে। যেমন ফারাযদিক (ময়দার তাল) শিরনামের এক কবিতা। যার শুরুতেই বলা হয়েছে এই সেই জন যারে চেনে নিম্নভূমি। এটি যায়নুল আবিদীন আলী ইব্ন হুসাইন (রহ)কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। ইস্পাহানী ও তার গ্রন্থের বিষয়ে

[১]. মুহাম্মদ মাজবুব, আল-আগানী ওয়াস সাইফুল ইয়ামনী।

বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন ড. ওয়ালীদ আল-আজমী তার 'আস সাইফুল ইয়ামেনী ফী মাহরিল ইস্পাহানী সাহিবিল আগানী' গ্রন্থে।[১]

অতএব আহলে বাইত সাহাবীগণ উম্মতের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস অধ্যায়নের ক্ষেত্রে এই আগানী গ্রন্থের উপর নির্ভর করা থেকে আমরা সকলকে সতর্ক করছি। সাথেসাথে এই গ্রন্থে যে সব লজ্জাস্কর ও বিপদজনক বর্ণনা এসেছে সে সম্পর্কেও সতর্ক করেছি। যেগুলো আল-আজমী তার সাইফুল ইয়ামেনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া উক্ত গ্রন্থে সাহিত্য ও কবিতার যেসব বিষয় উত্তম চরিত্র ও অন্যের মান সম্মান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, যা বর্ণনা করলে কোন ক্ষতি নেই তা থেকে উপকার হাসিল করাতে কোন অসুবিধা নেই। গ্রন্থটি বিভিন্ন কবিতা সাহিত্যিক তথ্য ইত্যাদি সন্নিবেশনে অনন্য।

২. আল ইকদুল ফরীদ, ইব্ন আব্দ রাব্বিহি।

গ্রন্থটি মূলত সাহিত্যের কাল্পনিক গল্প ছাড়া কিছু নয়। কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ কিভাবে একে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে?

---

[১]. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে দারুল ওয়াফা মিসর থেকে। ইস্পাহানীর বিস্তারিত জীবনী দেখুন: মুজামুল মুআল্লিফীন ২/২৩৪ মাকতাবাতুর রেসালাহ প্রকাশ। এ ক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য যে, আসসাইফুল ইয়ামেনী ছাড়া উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আরও দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখেছেন, তারা হলেন, মুহাম্মদ আহমদ খালফুল্লাহ ও শফীক হাবরী।

এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অনেকে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আল-খাওয়ানসারী তার রওযাতুল জান্নাত গ্রন্থে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আমি তার আগানী গ্রন্থটি অদ্যপন্ত পাঠ করেছি, এর মধ্যে কৌতুকপূর্ণ অসত্য বর্ণনা বা বিনোদন, প্রমোদ কাহিনী ও নবী গৃহকে অপমানিত করার স্পৃহা ছাড়া কিছু নয়। ৫/২১২।

এই গ্রন্থের বিশ্লেষক বলেন, গ্রন্থটি শুদ্ধ ও ভুল তথ্য মিশ্রিত। অনেক বর্ণনার বর্ণনাকারী ও সনদ বিলুপ্ত রয়েছে গ্রন্থকার বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। এ থেকে প্রমাণ বর্ণনা করা বৈধ নয়।[১]

৩. আল ইমামা ওয়াস সিয়াসাহ বলা হয় এর লেখক ইব্ন কুতায়বাঃ

গ্রন্থটি মিথ্যাভাবে ইব্ন কুতায়বার সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এর পিছনে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে যার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি:

ক) যারা ইব্ন কুতায়বার জীবনী লিখেছেন তারা কেউ আল ইমামা ওয়াস্ সিয়াসাহ নামে তার কোন গ্রন্থের বর্ণনা দেননি।

খ) উক্ত গ্রন্থের লেখক বর্ণিত বর্ণনাসমূহ বর্ণনা করেছেন সরাসরি ইব্ন আবু লাইলা থেকে। এই ইব্ন আবু লাইলা ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু লাইলা যিনি একজন উচ্চাঙ্গের ফকীহ ও কুফার কাজী ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করেন, ১৪৭ হিজরীতে একথা সকলেরইজানা রয়েছে যে, ইব্ন কুতাইবা জন্মগ্রহণ করেন ২১৩ হিজরীতে অর্থাৎ ইব্ন আবু লাইলার মৃত্যুর ৬৫ বছর পর!!

গ) যে ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পাঠ করবে সে বুঝবে যে লেখক প্রথম পর্যায়ে দামেশক ও মরোক্কতে অবস্থান করেছিলেন। অথচ ইব্ন কুতায়বা বাগদাদ ছেড়ে দায়নুর ছাড়া কোথাও যাননি।

একাধিক লেখক, গবেষক, বিশ্লেষক এ গ্রন্থটি ইব্ন কুতায়বার সাথে মিথ্যাভাবে সম্পৃক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন:

---

[১] . আল ইকদুল ফারীদের বিশ্লেষকের ভূমিকা ১/১৬, ২য় প্রকাশ, মাকতাবা ইব্ন তাইমিয়া। আল্লামা রশীদ রেজা তার তাফসীরে মানারে এ গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন, ৫/৮৫; একইভাবে মাশহুর হাসান সোলায়মানের কতুব হাজ্জারা মিনহাল উলামাউ, ২/৪৫।

- ড. সারওয়াত উকাশা তিনি ইব্ন কুতায়বার আল-মাআরিফ গ্রন্থ বিশ্লেষণের সময় এ বিষয় আলোচনা করেন। ড. উকাশা ষাটের দশকে মিসরের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

- মুহাম্মদ আল ইস্কিন্দারানী ইব্ন কুতায়বার উয়ূনুল আখবার গ্রন্থের ভূমিকায় এ দাবি করেছেন।

- জিব্রাইল জাবুর 'মুজাল্লাতুল আবহাস', বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩৬৮- এ।

- মুহিবুদ্দীন খতীব ইব্ন কুতায়বার 'আল-মাইসার ওয়াল কাদাহ' গ্রন্থের ভূমিকায়।

- ড. মুহাম্মদ নজম তার বিখ্যাত গবেষণা 'আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ আল মানসুব লি ইব্ন কুতায়বা মান হুয়া মুআল্লিফুহ' মুজাল্লাতুল আবহাস বৈরুত, বর্ষ-১৪।

৪. মারাওয়াজুয যাহাব, আল-মাসউদীঃ

গ্রন্থটিতে কোন প্রকার বর্ণনাসূত্র ছাড়াই বিভিন্ন প্রকার উপকথা, কল্পকাহিনী ও আশ্চর্যজনক ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, আল-মাসউদীর ইতিহাসে এতসংখ্যক মিথ্যা বর্ণনা এসেছে যার পরিসংখ্যান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সনদ বিহীন বর্ণনা কিভাবে আস্থাপূর্ণ হতে পারে। এই গ্রন্থ অনেক মিথ্যা বর্ণনা অর্ন্তভুক্তকারী হিসেবে পরিচিত।[১]

ইব্ন খালদুন (রহ.) বলেন, আল মাসউদী ও আল ওয়াকেদীর গ্রন্থে সন্দেহপূর্ণ ও দুর্বল বর্ণনা রয়েছে যা বিশ্বস্ত বর্ণনা সংরক্ষণকারীদের নিকট পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।[২]

---

[১]. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৮৪।

[২]. তারিখে ইব্ন খালদুন, আল মুকাদ্দামাহ, পৃ-৯।

৫. শরহ নাহজুল বালাগাহ, ইব্ন আবু হাদীদ মুতাযেলীঃ

জারহ ও তাদীলের আলিমগণের নিকট এ গ্রন্থটি দুর্বল হিসেবে গণ্য। বরং ইব্ন আবু হাদীদ কর্তৃক এ গ্রন্থটি প্রণয়নের কারণ অনুসন্ধান করলে লেখক ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। কেননা গ্রন্থটি মন্ত্রী ইব্ন আলকামীর জন্য প্রণয়ন করা হয় যে আলকামী তাতার গোষ্ঠীর হাতে মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম হত্যাযজ্ঞের কারণ ছিল।

খাওয়ানসারী ইব্ন আবু হাদীদের এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, মন্ত্রী মুয়াইয়িদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আলকামীর গ্রন্থশালার জন্য এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়।[১]

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে অনেকেই ভৎসনা করেছেন। মির্যা হাবীবুল্লাহ আল-খুইরী ইব্ন আবু হাদীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, সে বর্ণনা ও অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারীদের অর্ন্তভুক্ত নয়। তার মতামত বাতিল ও তার দৃষ্টিভঙ্গি অচল। সে অধিক পরিমাণ একগুয়ে, সে অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং নিজে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

তার গ্রন্থকেও মির্যা অনেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। যেমন অন্তঃসার শুন্য দেহ, মজ্জা ছাড়াই খোসার উপর ঘুর ঘুর করে, এতে কোন উপকারিতা নেই, এতে এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে যা থেকে প্রকৃতি পালায় ও শ্রবণশক্তি দৌড়ে চলে যায়।[২]

৬. আস্‌সাকীফাহ, সালীম ইব্ন কায়েসঃ

অপরিচিত ব্যক্তিত্ব, সকলের দৃষ্টিতেই তার এ গ্রন্থের বর্ণনা দুর্বল। আহলে বাইতের অনেকের ব্যাপারে অনেক সন্দেহপূর্ণ ও অমূলক বর্ণনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থে এমন

---

[১]. রওজাতুল জান্নাত, ৫/২০-২১।

[২]. মির্যা হাবীবুল্লাহ, মিনহাজুল বারাআত শরহ নাহজুল বালাগাহ, ১/১৪, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, বৈরুত।

কিছু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যা দুঃসাহসী বীর আমিরুল মুমিনীন আলী ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে। যেমন-

- তিনি তাঁর নিজের অধিকার আদায়ে ভীরু কাপুরুষ ছিলেন। (নাউজু বিল্লাহ)।

- তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে খিলাফতের পতনের উদ্দেশ্য ফাতিমা যাহরা রাদি আল্লাহু আনহাকে এক রাতে গাধায় আরোহণ করিয়ে আনসার ও মুহাজিরগণের সমর্থন প্রার্থনা করেন।

- তিনি বিশুদ্ধ কুরআন লুকিয়ে রাখেন এবং মানুষকে অসম্পূর্ণ কুরআন নির্ভর করেন।

- তিনি সেই সব সাহাবীকে ছেড়ে দেন যারা তাঁর চোখের সামনে জান্নাতের নারীদের সর্দার ফাতিমা যাহরাকে প্রহার করেন।

এ জাতীয় অনেক বর্ণনা যা শুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত ও সাধারণ বিবেক বুদ্ধি সমর্থন করে না। এ বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। যেমন আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ ফদলুল্লাহ। তিনি ঐ সব বর্ণনা অস্বীকার করেছেন যা কেউ কেউ মানুষের মধ্যে দলীয় বিভক্তি ও শত্রুতা সৃষ্টি এবং যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সে ইতিহাস থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচার করে থাকে। যেমন যে ব্যক্তি সালাম ইব্ন কায়েসের গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করে। আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ ঐ ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রচার করতেও নিষেধ করেছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহার ঘরে ঢুকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলেন বা পুড়িয়ে দেন এবং ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুর পাজরে লাথি মারেন যার কারণে তাঁর গর্ভস্ত সন্তান মুহসিন পতিত হয়ে যায়। ফাদলুল্লাহ বলেন, এই কাজ অসম্ভব, বিবেক কখনই তা মেনে নেয় না। কেননা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার জন্য

প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে গভীর ভালবাসা রয়েছে। অতএব এটিই দাবি যে, কেউ এ জাতীয় কোন কাজ করবে না।[১]

ফদলুল্লাহর এ মতামত অনেক জ্ঞানবান আলিম সমর্থন করেছেন, যেমন- ওস্তাদ আহমদ কাতেব।[২] কিন্তু এই শুদ্ধি আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কট্টরপন্থী কিছু লোকের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের মুখমুখী হয়েছে। এমনকি তারা ফদলুল্লাহকে কাফের ফতুয়া দিয়েছে এবং তার ঈমান আকীদা ও ইখলাসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। এসব কিছুই ছিল মিথ্যা ও অশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার করার কারণে। এই ফদলুল্লাহকে কাফির ফতুয়া ও তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন মুহাম্মদ বাকের সাফীর ফিতনাতু ফাদলুল্লাহ জাফর আমিলীর 'মাসাতুয যাহরা' ও মুহাম্মদ আলী হাশিমী আল মাশহারীর 'আল হাওযাতুল ইলমিয়্যাহ তুদাইয়িনুল ইনহিরাফ' গ্রন্থসমূহ।

যে আস্‌সাকীফা গ্রন্থে এ জাতীয় মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এমন বর্ণনা সন্নিবেশিত রয়েছে সেটি জাল ও বানোয়াট গ্রন্থ হিসেবে গণ্য।

শায়খুত তায়েফা আল-মুফিদ বলেন, এই গ্রন্থটি আস্থাহীন। এর উপর আমল করা বৈধ নয়। এর মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ও প্রতারণার আশ্রয় রয়েছে।[৩]

গাদইরী বলেন, এই গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ মুনকার হাদীস রয়েছে, একে আমি বানোয়াট বর্ণনার গ্রন্থ ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না।[৪]

---

[১]. মুহাম্মদ জাযাইরী, উম্মাতুন ফী রাজুলি মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ, পৃষ্ঠা-২১৯।

[২]. দ্রষ্ঠব্য: "ফাদলুল্লাহ ইকাওরিদু সাওরাহ ছাকাফিয়্যাহ ওয়া ইয়াশকু মিনাল ইরহাব" শীর্ষক নিবন্ধ, আল হায়ত ২/১/১৯৯৯। এ বিষয়ে ওস্তাদ আহমদ কাতিবের গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা কর্ম রয়েছে 'আসতুরাহ মাজলুমিয়্যাহ আয যাহরা' শিরোনামে।

[৩]. তাসহীহ ইতিকাদিল ইমামিয়্যাহ, ৫/১৪৯।

[৪]. ইব্‌ন গাদাইরী, আর রিজাল, পৃ: ১১৯। সালীম ইব্‌ন কায়েসের জীবনী, জীবনী নং-১৯৩।

সালীম ইব্ন কায়েসের এই গ্রন্থ সম্পর্কে হুল্লী বলেন, বানোয়াট ও জাল বর্ণনার গ্রন্থ.....এর সনদসমূহ তৈরি করা ।[১]

হুল্লী আরও উল্লেখ করেছেন, আবান ইব্ন আবু ইয়াশ মিথ্যা ও হাদীস তৈরিতে অভিযুক্ত । তিনি বলেন, বলা হয় সেই সালীম ইব্ন কায়েসের গ্রন্থটি রচনা করে ।[২]

গাদাইরী আবান ইব্ন আবু ইয়াশের জীবনী বর্ণনায় বলেন, এমন দুর্বল বর্ণনাকারী যার দিকে ফিরে তাকানো যায় না । আমাদের সাথীগণের মতে সে সালীম ইব্ন কায়েসের গ্রন্থটি রচনা করেছিল ।[৩]

হাশেম মারুফ আল হাসনী বলেন, সালীম ইব্ন কায়েস এমন ব্যক্তি যে সন্দেহজনক ও মিথ্যায় অভিযুক্ত । তার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে সে বর্ণনা করেছে যে মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মৃত্যুর সময় তার পিতাকে ওয়াজ করেছিল । তাদের বয়সের সীমানা ছিল দুই বৎসর ।[৪]

৭. আস্ সাকীফাহ, আব্দুল আযীয জাওহারীঃ

গ্রন্থটি আকেজো, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটির কোন মূল্য ও গুরুত্ব নেই ।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিঃ গ্রন্থটির গ্রন্থকারের অবস্থা অজ্ঞাত । জারহ তাদীল, রিজাল গ্রন্থে তার উপর প্রশংসা বা আস্থাসূচক কোন বর্ণনা নেই । শুধুমাত্র ইব্ন আবু হাদীদ তার শরহ নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থে তার প্রশংসা করেছে । ইতিপূর্বে আমরা ইব্ন আবু হাদীদের অবস্থা বর্ণনা করেছি । সে বর্ণনা বা বিশ্বস্ততার হকদার নয় । তার প্রশংসা

---

[১] . দ্রঃ ইব্ন দাউদ হুল্লী, কিতাবুর রিজাল, পৃঃ ১০৭; সালীম ইব্ন কায়সের জীবনী নং -৭৩২ ।

[২] . পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬-৩০২ ।

[৩] . ইব্ন গাদাইরী, আর-রিজাল পৃঃ ৩৬ ।

[৪] . হাশেম মারুফ হাসনী, মাওদুআত ফীল আসার ওয়াল আখবার, পৃঃ ১৮৪ ।

গণনার পর্যায়ে পড়ে না। খাওয়ী ইব্ন আবু হাদীদ কর্তৃক প্রদত্ত জাওহারীর প্রশংসা খণ্ডন করে বলেন, এই ব্যক্তির (জাওহারীর) বিশ্বস্ততা সাব্যস্ত হয়নি। কারণ ইব্ন আবু হাদীদের সত্যায়ন বিবেচনাযোগ্য নয়।[১]

জাওহারীর অবস্থা যে অজ্ঞাত তুসীর আল ফাহরাসার কর্মপদ্ধতি আমাদের সে নিশ্চয়তা বাড়িয়ে দেয়। কেননা তুসী শুধুমাত্র জাওহারীর নাম উল্লেখ করে লিখেছেন তার আসসাফীফা নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে, অথচ তুসী তার আল ফাহরাসার ভূমিকায় বলেছেন, আমি এ গ্রন্থে যদি কোন গ্রন্থকার বা উসূলবিদের নাম অর্ন্তভুক্ত করি তবে অবশ্যই তার ব্যাপারে জারহ ও তাদীল সম্পর্কে কী মন্তব্য রয়েছে তাও উল্লেখ করব এ কারণে যে, তার বর্ণনা গ্রহণের যোগ্য কী না।[২] কিন্তু তুসী জাওহারীর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার জারহ ও তাদীল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি যা থেকে প্রমাণিত হয় সে অজ্ঞাত।[৩]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: এ গ্রন্থ অধ্যায়নের সময় আমরা দেখতে পাই গ্রন্থকার এমন অনেক মুনকার বর্ণনা ও বিবৃতি এনেছেন যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। যারা কারণে এই গ্রন্থ বিশেষত গ্রন্থকারের উপর সন্দেহ এসে যায়। কেননা তিনি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ পর্যায়ের ব্যাপারে এমন সব কথা বলেছেন যা স্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ ও সহীহ ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: এই সাকীফা গ্রন্থের সনদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দুর্বল যাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞাত ও এমন দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে একমাত্র আল্লাহই তাদের অবস্থা জানেন। যেমন জাওহারী বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন সালেহ, তিনি আহমদ ইব্ন সাইয়্যার থেকে, তিনি সাঈদ

---

[১]. খাওয়ী, মুজামু রিজালিল হাদীস, ২/১৪২।

[২]. তুসী, মুকাদ্দামাতুল ফাহরাসাহ, পৃ-২।

[৩]. সাইয়েদ আলী আবুল হাসান, ফাওয়াইদুর রিজালিয়্যাহ, পৃ: ১৭৩।

আল- আনসারী থেকে, তিনি তার সূত্র থেকে। অথচ এই আহমদ ইব্ন ইসহাক কে, সাঈদ আল আনসারীর সূত্রে কারা কারা রয়েছেন ..... এগুলো আল্লাহই ভাল জানেন।[১]

৮. তারিখুল ইয়াকুবী

তিনি প্রধানত বর্ণনার তথ্যসূত্র গ্রহণ করেছেন ওয়াকেদী ও আবু মিখনাফ লুত ইব্ন ইয়াহইয়া থেকে। আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ইতিহাসকে মুরসাল হিসেবে দেখানো হয়েছে যাতে কোন সনদ নেই। দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত বাক্য বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- বলা হয়, বর্ণিত আছে, কেউ কেউ বর্ণনা করেন, কেউ কেউ বলেন ইত্যাদি।[২]

এই ইয়াকুবী খলিফা আবু বকর, উমর ও উসমানের ক্ষেত্রে অনেক দাম্ভিক ও ঔদ্ধত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে এবং আলীকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসী (প্রতিনিধি) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি এমন এক পক্ষপাতদুষ্ট ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ যা আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ইতিহাস লিখতে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য অগ্রাহ্য।

ইতিহাস লেখার পূর্বে এই ব্যক্তিকে সাহাবী ও পূর্বের খলিফাগণের ব্যাপারে শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গেছে। যার কারণে তার সততা বিবর্জিত হয়ে গেছে।

ইয়াকুবীর ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন লোককথা, কল্পকাহিনী ও রুপকথা একত্রিত করেছে। যার অধিকাংশ বিকৃত ইঞ্জিল ও তাওরাতে বর্ণিত

[১]. আলবানী, সিলসিলাতুদ দাঈফা, ৪৯৭২।

[২]. তারিখে ইয়াকুবী, ২/১৬৮-১৭১।

নবীগণের জীবন ও ঘটনা প্রবাহ থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআনকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন থেকে কোন দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়নি। যে কুরআনে কোন ধরণের সন্দেহ-সংশয়ের অনুপ্রবেশ করতে পারে না। অতএব একটু অনুবাধন করুন!

দ্বিতীয় ভাগঃ এভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণের সীরাত বর্ণনা করা হয়েছে ক্ষতিকারক সংক্ষিপ্ততার সাথে এবং কর্তিত, মুরসাল ও মিথ্যা বর্ণনার ভিত্তিতে।

এই গ্রন্থের জ্ঞানগত মূল্য অনেক কম। ড. সামেল সালমী তারিখে ইয়াকুবী সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন, এই গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকাহিনী, বিকৃত তথ্য ও মিথ্যা বর্ণনাকে অর্ন্তভুক্ত করেছে। যেসব প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চত্যপন্থীরা ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতে চায় তাদের অধিকাংশের জন্য গ্রন্থটি তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে।[১]

৯. ফারাইদুস সামতীন, আল হামুতীঃ

তার ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী বলেন, সে রাতে কাঠ সংগ্রহকারীর মত। দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ও চৌপদী মিথ্যা এবং অসত্য হাদীস সে গ্রহণ করেছে।[২]

১০. আল মুখতাসির ফী আখবার সাইয়েদুল বাশার, আবুল ফিদাঃ

এ গ্রন্থটিও পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীর মত। বাতিল কাহিনী ও অনেক জাল হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে।

---

[১]. মানহাজ কিতাবাতুত তারিখিল ইসলামী, পৃ" ৫২১।

[২]. আদদারারুল কামিলাহ, ৬৭-৬৮।

উপসংহার

১. আহলে বাইত সাহাবী ও ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

২. বর্ণনা ও রিওয়াতের শুদ্ধতার প্রতি গুরুত্বপ্রদান শরয়ী মূলনীতি। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার শিথিলতা বৈধ নয়।

৩. ইসলামের ইতিহাস বর্ণনা, রচনা ও অধ্যায়নের ক্ষেত্রে যে সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করা উচিত তার বর্ণনা ।

৪. ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত অমৌলিক ও অস্থাহীন গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ককরণ। যেসব গ্রন্থে অশুদ্ধ ও মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে চাই তা ইচ্ছা করে বা খারাপ নিয়াতে অথবা অজ্ঞতা ও শিথিলতা যে কারণেই হোক।

৫. সর্বশেষ, ইসলামের ইতিহাস প্রণেতা ও পঠকদের উচিৎ এ ক্ষেত্রে তার খেয়ালের বল্গা বিস্তৃত না করা। যার কারণে ঘটনাসমূহ বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয় অথবা বিধানসমূহ এলোমেলোভাবে প্রকাশ পায় অথবা বিশেষ কোন দিক, মূলনীতি বা বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে যায়। যা একে মারত্মক ক্ষতিতে নিমজ্জিত করে। ফলত: তার কর্ম বিকৃত ও লেজকাটা হিসেবে উপস্থিত হয়, অন্যায় বা অসন্তোষজনক বিধিবিধান চলে আসে অথবা সে বিধান সহীহ প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা বা মৌলিকত্ব কেন্দ্রীক না হয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে যায়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর। আল্লাহ আমাদের বিশ্বাসী নবী, তাঁর পবিত্র পরিবার ও সৌভাগ্যবান সম্মানিত সাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

من إصداراتنا
More Others

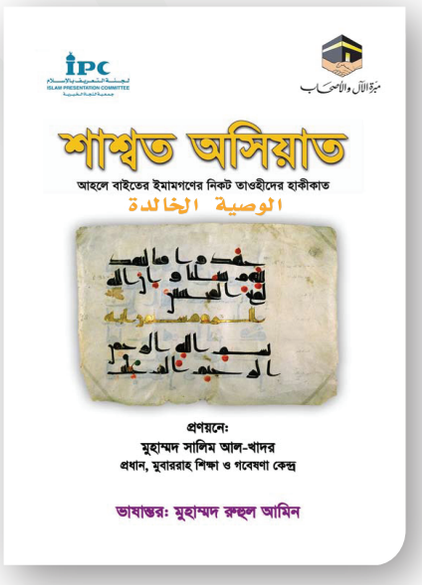





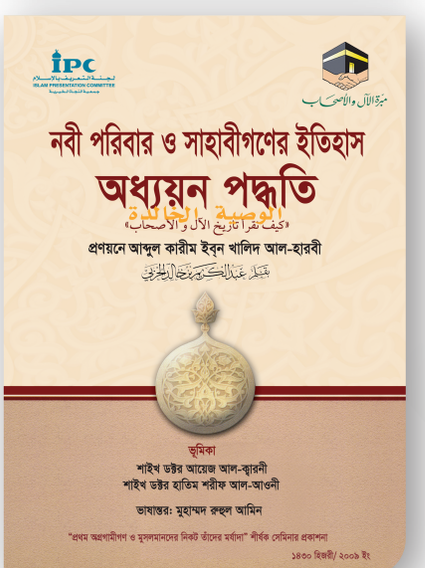

للمساهمة معنا في مشروع طباعة الكتب: 22444117 - 24713897

الإدارة: الفروانية - ق6 - ش3 - بناية رقم 137 - فاكس: 24713873 - ص.ب 1613 الصفاة 13017 - الكويت

المعرض: الكويت - شارع فهد السالم - خلف مسجد الملا صالح - تليفاكس: 22427383

دار التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION
ipb@gmail.com - www.ipbshop.com